ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 April, 2023 ■ আগরতলা ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ২৯ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দাবদাহে স্বস্তি

তীব্র দাবদাহ থেকে সাময়িক স্বস্তি পেতে জলাশয়ে। বুধবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

সালেমার নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার বামুটিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। লেফুঙ্গা থানাধীন বামুটিয়ার তালতলা এলাকা থেকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে সালেমা থেকে আনা এক নাবালিকা উদ্ধার করে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যা রাতে নাবালিকাকে উদ্ধার করে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্ত তপন সরকারকে পায়নি পুলিশ।

প্রায় দু-তিন দিন আগে সালেমা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয় নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেই ঘটনা ভিত্তিতে মোহনপুরে এসডিপিওকে বার্তা পাঠানো হয় সালেমা থানা থেকে। সে বার্তা রেশ ধরেই বামুটিয়া ফাড়ির পুলিশ তালতলা এলাকা থেকে উদ্ধার করে নাবালিকাকে।

বামুটিয়া ফারির ওসি সঞ্জয় দেববর্মা বলেন অভিযুক্ত তপন সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আধুনিক ও উন্নত ভারতের স্বার্থে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল।। মধ্যপ্রদেশে সদ্য নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আধুনিক ও উন্নত ভারতের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর করেছে। নীতিটি শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর জোর দেয়... সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, জ্ঞান এবং ভারতীয় মূল্যবোধের প্রচার করে। এই নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'দেশে নীতি পর্যায়ের পরিবর্তন স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। দেশে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে সরকার দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগে ক্রমবর্ধমানভাবে মনোনিবেশ করছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'মধ্যপ্রদেশ সরকার এই বছরের শেষ নাগাদ ৬০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। আমি মধ্যপ্রদেশের সমস্ত ছাত্র, সমস্ত শিক্ষক এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানাই।'

মধ্যপ্রদেশে নবীন প্রজন্মের মানুষদের সরকারি চাকরি প্রদান অভিযান দ্রুতগতিতে চলছে। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় 'রোজগার মেলা' আয়োজন করে বিভিন্ন পদে হাজার হাজার যুবক-যুবতীকে নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২ হাজার ৪০০-রও বেশি যুবক-যুবতীকে শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। আজ অনেক যুবক-যুবতী তাঁদের নিয়োগপত্রও হাতে পেয়েছেন। আমি সমস্ত যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।

কেন্দ্রীয় সরকার আধুনিক ও উন্নত ভারতের প্রয়োজনীয়তাগুলির দিকে তাকিয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি চালু করেছে। এই নীতিতে শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ, সম্পূর্ণ বিকাশ, জ্ঞান, দক্ষতা, শিষ্টাচার এবং ভারতীয় মূল্যবোধে সম্পৃক্ত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই নীতিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষক নিযুক্তি অভিযান এই লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ। আমাকে বলা হয়েছে যে, যতজন শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে, তার মধ্যে অর্ধেকই আমাদের জনজাতি এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত হবেন। ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে এই রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার শিশুরা।

সপ্তাহে একদিন জন সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত জনসাধারণের সাথে মিলিত হন। এই সাক্ষাতকার কর্মসূচিতে জনগণের বিভিন্ন সমস্যা, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি কথা শুনেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণের সাথে মিলিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের কথা ব্যক্ত করেন। এই সাক্ষাৎ কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে জনসাধারনের সাথে মিলিত হবেন। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হাওড়া নদীতে, পরিবারের অভিযোগ খুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। গত ৭ দিন যাবৎ নিখোঁজ ছিলেন পূর্ব প্রতাপগড়ের বাসিন্দা দীপঙ্কর ঘোষ। আজ সকালে হাওড়া নদী থেকে তাঁর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁকে খুন করা হয়েছে, এমনটাই অভিযোগ তাঁর পরিবারের সদস্যদের। তাঁদের দাবি, নিখোঁজ হওয়ার দিন কৃষ্ণ ঘোষ তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই, মৃতের পরিবারের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পূর্ব প্রতাপগড়ে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী সহ মৃতের পরিবার। কারণ, পরিবারের তরফে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এবং পূর্ব থানায় অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ দীপঙ্কর ঘোষকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, গত ৬ এপ্রিল দীপঙ্করকে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে কাশীপুর এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ ঘোষ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। তারপর একাধিকবার তাঁর মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোন সাড়া মিলেনি। পর্বতী সময়ে এলাকার সি সি ক্যামেরা খতিয়ে দেখে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এবং পূর্ব থানার পুলিশের কাছে কৃষ্ণ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পুলিশ তাঁকে আটক করেছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশের গাফিলতির কারনেই সাতদিন পর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, দাবি ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর। তাঁদের আরও অভিযোগ, তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিল না পুলিশের। একাধিক বার থানায় যাওয়া হলেও পুলিশের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি।

অবশেষে আজ সকালে স্থানীয় মানুষ হাওড়া নদীতে একজনের দেহ ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দেহটিকে নদী থেকে উদ্ধার করে এবং নিশ্চিত হন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে মৃতের পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন এবং মৃতদেহ সনাক্ত করেন।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এলাকাবাসী ও পরিবারের পক্ষ থেকে দীপঙ্কর ঘোষকে স্কুটি দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সি সি ক্যামারার ফুটেজ জমা দেওয়া হয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোয়ালাবস্তিতে ব্রাউন সুগার সহ আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ গোয়ালা বস্তি দিল্লি পাবলিক স্কুলের সামনে থেকে টুনটুন রায় নামে এক যুবককে আটক করে। তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে এন সিসি থানার পুলিশ।

এনসিসি থানার ওসি সুশান্ত দেব জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয় এবং টুনটুন রায় নামে ব্রাউন সুগার বিক্রেতাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আটক করা যুবকের কাছ থেকে ৩০০ কোটা ব্রাউন সুগার এবং ১০০০ খালি কোটা উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় টুনটুন রায় নামে ব্রাউন সুগার বিক্রেতাকে। উদ্ধার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় ও শান্তিরবাজারে ভষ্মীভূত নয়টি দোকান, পুড়ল চেছড়িমাই স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়/ শান্তিরবাজার/ চড়িলাম,১২ এপ্রিল।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চারটি জুতার দোকান। প্রাথমিক ধারণা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাতহয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশালগড় ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে বিশালগড় দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১০-১২ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন জনৈক দমকলকর্মী।

জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে বিশালগড় বাজারে চারটি জুতার দোকানে আগুন লাগার খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে। এলাকাবাসী ও দমকলকর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীরা হলেন সুমন রবিদাস, দিলীপ রবিদাস, বিজয় রবিদাস এবং রঞ্জিত রবিদাস। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১০-১২ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন দমকলকর্মী।

এদিকে, ভোর রাতে বগাফা বাজারে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ৫টি দোকান। তাতে, ৫ ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। আগুনের সূত্রপাত কিভাবে, দমকল কর্মীরা প্রাথমিক তদন্তে খুঁজে বের করতে পারেননি।

জানা গেছে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শান্তিরবাজার মহকুমায় বগাফা বাজারে বুধবার ভোর রাতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে হত্যা যাবজ্জীবন কারাদন্ড স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ এপ্রিল।। স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ডের রায় দিয়েছে আদালত। সাথে দশ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয়মাসের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে বিলোনিয়া আদালত।

এপিপি আখতার হুসেন মজুমদার জানিয়েছেন, ২০২১ সালের ১১ এপ্রিল সাব্রুম মহকুমায় পূর্ব লধুয়া ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিক্রম মুন্ডা কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে তার স্ত্রী আরতি মুন্ডাকে হত্যা করেছে। ওইদিন রাতের ঘটনার খবর পেয়ে মহিলার ভাই প্রদীপ রায় সহ অন্যান্যরা ছুটে যান এবং উদ্ধার করে প্রথমে সাব্রুম হাসপাতালে নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দোকানে ও বাড়িতে হামলা, রাস্তায় বসলেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকের পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। রাজধানীর পূর্ব চানমারি এলাকার বাসিন্দা চাকরি-হারা শিক্ষক সঞ্জিত লোধের বাড়িতে হামলা। মঙ্গলবার রাতের বেলা শাসক দলের দুর্বৃত্তরা তার বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। অসহায় শিক্ষক এদিন বাড়ির সামনেই রাস্তার পাশে বসে সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে জানান ২ মার্চ ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে তার বাড়িতে লাগাতার আক্রমণ সংগঠিত হয়ে চলেছে।

কারো কোন ক্ষতি না করলেও একটাই অপরাধ তাঁর পরিবার সিপিআইএম সমর্থক! তাই এভাবে লাগাতার সন্ত্রাসে ব্যতিব্যস্ত গোটা পরিবার। চাকরি চলে যাওয়ার পর অন্যের ভাড়া অটো চালিয়ে জটিল রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা এবং পরিবারের শিশু কন্যাদের পড়াশোনার চালিয়ে যাচ্ছেন চাকরি হারা এই শিক্ষক।

বাড়ির সামনে রয়েছে হাড় কাঁপা বৃদ্ধ পিতার চায়ের দোকান। ভোটের ফলাফলের পর থেকে লাগাতার সন্ত্রাস সংঘটিত হলেও কিন্তু মঙ্গলবার তার বৃদ্ধ বাবার দোকানে এবং বাড়ির বসত ঘরে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। পুলিশকে জানিয়েও সুষ্ঠু বিচার পাচ্ছে না গোটা পরিবার। শেষ পর্যন্ত বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাস্তায় বসেছেন চাকুরির হারা শিক্ষক সঞ্জিতের পরিবার।

নাবালিকা অপহরণ করতে গিয়ে আটক অসমের দুই যুবক,পলাতক দুই সহযোগী

চুরাইবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১২ এপ্রিল।। নাবালিকা অপহরণে গ্রামবাসীদের হাতে আটক হয়েছে অসমের দুই যুবক। সাথে একটি গাড়িও আটক করা হয়েছে। কিন্তু অপহরকান্ডে সহযোগী অপর দুই যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

ঘটনা ধর্মনগর মহকুমার চুরাইবাড়ি থানাধীন ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় সংগঠিত হয়েছে। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ এএস ০১ এফবি ৪৭২২ নম্বরের একটি ব্যক্তিগত গাড়ি করে আসাম থেকে দুই যুবক এক চৌদ্দ বছরের নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করতে ফুলবাড়ি গ্রামে এসেছিল। সেই সময় তাদের এই অপহরণ কাণ্ডে সঙ্গ দিয়েছিলেন স্থানীয় দুই যুবক। তবে গ্রামবাসীরা বিষয়টি বুঝতে পেরে অপহরণকারী দুইজনকে হাতে নাতে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু, স্থানীয় দুই যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তবে, অপহরণে ব্যবহৃত তাঁদের গাড়িটি আটক করেছেন স্থানীয় জনগণ।

ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত বান্দরকোণা এলাকার বাসিন্দা আজমল হোসেন ও নিলাম বাজার থানার অন্তর্গত কেউটকোণা এলাকার বাসিন্দা নাজিম উদ্দিন। তাদেরকে স্থানীয় গ্রামের চার নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই যুবক শামীম আহমেদ (১৮) এবং সামসুদ্দিন (১৮) এই অপহরণকাণ্ডে সহযোগিতা করেছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে তারা পলাতক। রাতেই নাবালিকার পরিবারের লোকজন চুরাইবাড়ি থানায় এসে চার অপহরণকারীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

তাপমাত্রা বাড়ছে, হাসপাতালে ভীড় জমাচ্ছে রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। বিশেষ করে ভাইরাল ফিভারে এবং জল বাহিত রোগের প্রভাব বেশি এমনটাই বলছেন চিকিৎসকরা। এছাড়াও নন কমিউনিকেবল ডিজিজ অর্থাৎ হৃদরোগ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা স্টোক এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল। হাসপাতাল গুলিতে বহি বিভাগ ভাইরাল ফিভার রোগীর সংখ্যা বেশি। বিশেষ করে আইজিএম হাসপাতালে শিশু বিভাগে। আবার অনেকে হাসপাতালে না গিয়ে বিভিন্ন মেডিসিন দোকান থেকেও জ্বর সর্দি কাশির বলে ওষুধ খেয়ে নিচ্ছে। ফলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত রোগীর সঠিক তথ্য দিতে পারছে না। তবে বাড়ি বাড়ি এই রোগীর সংখ্যা বেশি এমনটাই মনে করছেন চিকিৎসকরা। কারণ অনেকেই প্রাইভেট চিকিৎসক দেখিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করেছেন। ফলে হাসপাতালে এসে এই রোগের চিকিৎসা নিচ্ছেন না অনেকেই।

করোনার কারণে অনেকের মনে আবার ভয়ও জন্মেছে। যেহেতু দেশে নতুন করে ফের করোণার দাপাদাপি বাড়ছে তাই অনেকেই এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে হাসপাতাল মুখি হতে চাইছেন। যদি চিকিৎসকরা বলেন আগে আপনি করোনা টেস্ট করে আসুন। এই ভয়ে এখন জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা বমির ভাব এই উপসর্গ থাকলেও মানুষ এখন হাসপাতাল মুখী হইতে হতে চাইছেন না। তাই প্রাইভেট চিকিৎসক বা বিভিন্ন মেডিসিন দোকান থেকে ওষুধ সংগ্রহ করে এই রোগের চিকিৎসা করাচ্ছেন। যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে শুষ্ক আবহাওয়া এই রোগের প্রকোপ বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে জলবায়ু শুস্ক থাকার কারণে শরীরে অল্প পরিশ্রমে ঘাম হচ্ছে। তাতে শরীর থেকে যে জল বেরিয়ে যাচ্ছে সেই জল পূরণ করার মত কোন অবকাশ নেই। এছাড়া পরিবেশের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ধূলিকণা।

বায়ু দূষণের ফলে সেগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের শরীর। গরম থেকে রক্ষা পেতে অনেকেই ঠান্ডা পানীয় বা ঘন ঘন স্নান করছেন। চিকিৎসকরা বলছেন এই সমস্ত কার নে ভাইরাল এর প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া যে সমস্ত জায়গায় পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে জল বাহিত রোগের সম্ভাবনা ও প্রকট হতে পারে বলে চিকিৎসকদের অভিমত। এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন হতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেফুঙ্গায় জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সংঘবদ্ধ হামলায় আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। লক্ষীপাড়া এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদকে ঘিরে প্রতিবেশীর মারে গুরুতর জখম দুই ব্যক্তি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেফুঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত মধু সাহা।

লেফুঙ্গা থানাধীন লক্ষ্মী পাড়াতে মধু সাহা এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিপদে দীর্ঘদিনের ছিল। বৃহস্পতিবার মধু সাহার দখলকৃত জমিতে প্রতিবেশীরা লরি এবং ডজার নিয়ে কাজ করার সময় বাঁধা দেয় মধু দাস। মধু দাসের অভিযোগ উনার জমির উপর দিয়ে প্রতিবেশীরা লড়ি এবং বোলডোজার নিয়ে কাজ করার সময় উনার জমির মাটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

উনার এই প্রতিবাদের মুখে সঞ্জু দাস, গৌতম দাস, চিত্তরঞ্জন দাস, সুমন দাস, অঞ্জন দাস এবং সুজন দাস উনাকে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ করে বলে অভিযোগ।এই আক্রমণে মধু দাস গুরুতর আহত হয়েছেন। মধু দাসকে বাঁচাতে এসে অমিত সাহা এবং সন্দীপ সাহা নামে দুজন আহত হয়েছেন। অভিযুক্তরা এই দুজন কেউ আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় উনাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৮২ ▫১৩ এপ্রিল ২০২৩ইং ▫২৯ চৈত্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সহিষ্ণুতাই সার্বভৌম ভারতের ঐতিহ্য

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প পরিস্থিতিকে দিনের পর দিন আরও ঘোলাটে করিয়া তুলিতেছে। ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইতেছে দেশের শান্তিকামি মানুষজনকে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। দেশের পবিত্র সংবিধানে প্রতিটি ধর্মের মানুষকে স্বাধীনভাবে ধর্মাধিকার দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানে সকল ধর্মের অধিকার সমান বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষে ধর্মনিয়া হানাহানি মারামারি কাটাকাটির ঘটনা প্রতিনিয়তই চলিতেছে। শুধু তাই নয় ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ভোটের রাজনীতি চরম হইতে চরমতর আকার ধারণ করিতেছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অনেকেই ধর্মীয় ভাবেক সৃষ্টি করিয়া দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ পরিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। ফলশ্রুতিতে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে। অতি সম্প্রতি হরিয়ানায় গোরক্ষকদের হাতে নির্মমভাবে খুন হইয়াছে দুই সংখ্যালঘু যুবক। পুড়ে যাওয়া গাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার দুই মুসলিম যুবকের দেহ। গোরক্ষকরাই দুই যুবককে অপহরণ করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করিয়া। অভিযুক্ত ৮ গোরক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হইয়াছে। এছাড়াও অভিযুক্ত বজরং দলের এক সদস্য। এই ঘটনাতেই দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে হরিয়ানার নূহ জেলায়। অশান্তি রুখিতে এলাকার ইন্টারনেট পরিষেবা করিয়াছে প্রশাসন।রাজস্থানের ভরতপুরের বাসিন্দা দুই যুবক নাসির ও জুনেইদ। বুধবার সকালে গাড়ি নিয়া দোকানে গিয়াছিলেন তাঁহারা। তাহার পর আর বাড়ি ফিরেনি। তাঁহাদের এক ভাই পুলিশের কাছে অপহরণের অভিযোগ করেন। এর পর হরিয়ানার ভিওয়ানি থেকে তাঁহাদের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর থেকেই অশান্তি শুরু হইয়াছিল এলাকায়। রাস্তায় নামিয়া প্রতিবাদ দেখাইতে শুরু করে জনতা। একাধিক রাস্তা অবরোধ করে তাহারা। এইসঙ্গে দোকানপাটে ভাঙচুর চালানো হয়। শুক্রবার থেকেই নূহ-আলওয়ার জাতীয় সড়ক আটকে বিক্ষোভ দেখান এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি এড়াইতে নূহ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করিয়াছে জেলা প্রশাসন। পুলিশের বক্তব্য, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়া মারফত যাহাতে কোনওভাবেই গুজব না ছড়ায়, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়াছে প্রশাসন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে ধর্ম নিয়য়া রাজনীতি বন্ধ করিতে হইবে। ধর্মীয় সংঘাতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তিকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের আইন আদালতকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই দেশের সার্বভৌমত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতা অক্ষুন্ন থাকিবে।

ফের ইডি-র তোপ এড়াল সুকন্যা, তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা ১২ এপ্রিল (হি. স.) : "উনি বাবার সঙ্গে থাকতে চান, তাই এ সব করছেন।" এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাজিরা এড়ানো নিয়ে অনুব্রতর মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডলকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার শুভেন্দু বাগডোগরা বিমানবন্দরে এ কথা বলেন। বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে তৃণমূল। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন শুভেন্দুবাবু। সেখানে সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রশ্ন করেন ইডির কাছে সুকন্যার হাজিরা না দেওয়ার প্রসঙ্গে। উত্তরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, "আইন আইনের পথে চলবে। হাজিরা এড়ালে তদন্তকারী সংস্থা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে। আমার মনে হচ্ছে, বাবার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে চায়। ওই জন্য এই সব করছে।" প্রসঙ্গত, বুধবার ইডি তলব করেছিল সুকন্যাকে। কিন্তু অনুব্রত-কন্যা সেই তলবে সাড়া দেননি বলে তাঁর ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগেও দু'বার তিনি ইডির তলব এড়িয়েছেন বলে তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে।

যৌন হেনস্থা: দারুন চাপে সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল(হি.স.) : কয়েক মাস আগে দুই কুস্তিগির যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিল রেসলিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে ছয় সদস্যের একটি কমিটিও তৈরি হয়েছে। ওই কমিটি এখনও রিপোর্ট জমা করেনি। আর তাতেই কুস্তিগীরদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন আবার জ্বলতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি এখন আরও জটিল করে তুলেছে দুই নামী কুস্তিগিরের বড় সিদ্ধান্ত। এতে যে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন যে বেশ চাপে পড়ে গেছে। রেসলারদের একাংশের প্রশ্ন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক সব জেনেও কেন চুপ। আগামী বছর প্যারিস অলিম্পিক এবং সামনের সেপ্টেম্বরে এশিয়ান গেমস। কুস্তি থেকেই ভারতের বেশি পদক আসে প্রতিবার। কিন্তু যাদের নিয়ে এই দুটি বড় প্রতিযোগিতায় ভারতের পদক জয়ের স্বপ্ন, এই জটিলতা যদি চলতেই থাকে তাহলে রেসলাররা এই দুটি বড় আসর থেকে পদক আনতে পারবেন কি করে, সে প্রশ্নও ক্রমশ বড় হয়ে হয়ে উঠছে।

সেপ্টেম্বরে এশিয়ান গেম। প্রতিবাদী কুস্তিগিররা এখনো সিলেকশন ট্রায়ালে নামেননি। ব্যাঙ্কিং সিরিজ থেকেও সরিয়ে নিয়েছেন নিজেদের। অলিম্পিকের জন্য বিদেশে ট্রেনিং করতে যাওয়ার কথা ছিল বজরং, বিনেশের। বিদেশে ট্রেনিং থেকে তারাও সরে এসেছেন। এর প্রভাব যে দুটি বড় প্রতিযোগিতাতেই পড়বে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাজ্যের একজনও ক্রিকেটার নেই, বিধানসভায় টিমকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠল !

চেন্নাই, ১২ এপ্রিল(হি.স.) : কলকাতা নাইট রাইডার্স টিমে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের ক্রিকেটার নেই। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি ক্রিকেটার-হীন কেকেআর টিম। এ নিয়ে একটা সময় রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীদের ক্ষোভের শেষ ছিল না। অথচ এ রাজ্যে ক্রিকেট প্রতিভার অভাব নেই। প্রথম আইপিএলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা দল থেকে বাদ পড়ায় হয়েছিল প্রচুর হইচই। কিন্তু এখন এসব নিয়ে সমর্থকদের আর কোন প্রশ্ন নেই, প্রতিবাদ নেই। সবই আজ স্তিমিত। বাংলার ক্রিকেটারদের প্রতি কিং খানেরও কোন উদারতা নেই। তার উদাসীনতা দেখে এ রাজ্যের মানুষ বা রাজনীতিবিদরা এখন সরব হন না। বাংলা হাল ছেড়ে দিলেও আওয়াজ উঠেছে তামিলনাড়ুতে। রাজ্যের একজন ক্রিকেটারও চেন্নাই সুপার কিংসে না থাকায় সিএসকে দলটিকেই নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে বিধানসভায়। আজ, চিপকে রয়েছে সিএসকের ম্যাচ। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজস্থান রয়েলস। তার আগে তামিলনাড়ু বিধানসভায় ক্রীড়া খাতে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কের সময় পিএমকে বিধায়ক ভেঙ্কটেশ্বরণ সরব হন আইপিএল নিয়ে। তাঁর কথায়, "সিএসকে নিজেদের তামিলনাড়ুর টিম বলে প্রচার করে। অথচ দলে একজনও তামিল ক্রিকেটার নেই। এ রাজ্যের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স অসম্ভব ভালো। তা সত্ত্বেও একজন ক্রিকেটারকেও সিএসকেতে জায়গা পায় না। অন্যান্য রাজ্যের ক্রিকেটাররাই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। তামিলনাড়ু সরকারের উচিত চেন্নাই সুপার কিংস টিমকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া।" আর এ নিয়ে তামিলনাড়ু বিধানসভায় ব্যপক হইচই হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রাণ কেন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি

রবীন্দ্রকুমার শীল

(২৮ শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। এই দিনে প্রখ্যাত ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন তাঁর রামন-এফেক্ট' আবিস্কারের সম্মান পালন করা হয়। ১৯২৮ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি রামন এফেক্ট আবিস্কার করেছিলেন। এই আবিস্কারের জন্য ১৯৩০ সালে রামন, পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তারপর থকেই এই দিনটি ভারতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। ১৯৮৬ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যোগাযোগ আয়োগ ভারত সরকারের কাছে জতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালন করার জন্য আবেদন করলে সরকার তা পালন করতে অনুমতি দিয়েছিল। ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার নাম সবার আগে করতে হয়। সেই সময়ে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করার ব্যাপারে জোড়াসাঁকোর ভূমিকার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। রাজা রামমোহন রায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বোস,প্রফুল্লচন্দ্র রায় তৎকালীন সময়ের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান সাধকগনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। বিশ্বকবি 'বিশ্ব পরিচয়' নামে একটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই রচনা করেছিলেন তা আজও বহু বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।তাঁরই বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে আজকের প্রবন্ধ।বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু মাত্র সাহিত্য চর্চা করেছেন তা নয়, তিনি বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা চর্চায় মগ্ন থেকেছেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। বিজ্ঞান চর্চা বাংলায় বৃদ্ধি লাভ না করতে পারলে সমাজ সংস্কার করা একেবারে অসম্ভব সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তারপরেই যার কথা আসে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনিও বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসা চর্চা করেছেন। তাঁর 'জীবন চরিত' গ্রন্থে ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রাজা রামমোহন রায় অনুভব করতে পেরেছিলেন যে ইংরেজরা শক্তি অর্জন করতে পেরেছে তার মূল কারণ হচ্ছে বিলাতে শিল্প বিপ্লব। বিজ্ঞানে উন্নতি না করতে পারলে ইংরেজদের পক্ষে সারা বিশ্ব জয় করা একেবারে অসম্ভব ছিল। বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি করার ফলে ইংরেজরা বিশ্বের অন্যতম সেরা জাতি হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। তাদের শিক্ষা প্রাঙ্গনে বিজ্ঞান চর্চা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। পদার্থ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিভাগের চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই প্রভাব বাংলায় এসেও পড়িছল। রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারের কাজে নিয়োজিৎ হয়ে উপলব্ধি করেন বিজ্ঞান চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। রামমোহন রায়ের পথ ধরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা বিজ্ঞান চর্চার ব্রতী হন। উলেক্ষ্য ইতিমধ্যে ঠাকুর বাড়িতে শুরু হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞান চর্চা। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের বহু জায়গায় তিনি যে এক সময়ে বিজ্ঞান চর্চার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছিলেন তার বর্ননা আমরা পেয়ে থাকি।

ভারতের বিজ্ঞান সাধক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোসের সঙ্গে তাঁর পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে বহু কথা হয়েছিল তার উল্লেখ ও পাই। তিনি পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা থেকে শুরু করে রসায়ন বিজ্ঞান চর্চার শ্রীবৃদ্ধি যাতে হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন। ভৌত বিজ্ঞান চর্চা থেকে শুরু করে পরিবেশ বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞান নিয়েও কবিগুরু চর্চা করেছেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে ও সেই সময় কথা বলতেন রবীন্দ্রনাথ। চারবার তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও করেছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ওপরে তিনি বেশি করে জোর দিয়েছিলেন যাতে সবার কাছে বিজ্ঞানকে সহজে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি ১৯৩৭ সালে 'বিশ্ব পরিচয়' নামে একটি উন্নত মানের বিজ্ঞান বিষয়ক বই রচনা করেছিলেন। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন,' বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশের জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে।' অন্যদিকে,পরমাণু সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে বিশ্বসৃষ্টির আদি আন্তে মধ্যে প্রকাশ্যে আছে বা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অবস্থায় এই তেজের কাঁপন। পাথর লোহাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তাদের নড়াচড়া নেই। তারা যেন স্থিরত্বের আদর্শ স্থল। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে তারা ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী নন। কিন্তু মাত্র তেরো বছর বয়সেই তিনি ছিলেন বিজ্ঞান সাধনার পুজারি। এই সংস্কৃতির হাত ধরেই মাত্র বারো বছর বয়েগসই লিখে ফেললেন বিজ্ঞান বিষয় এক প্রবন্ধ-'গ্রহগণ' জীবের আবাসভূমি। এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৪ সালে অক্ষর কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকাতে। এখানে মনে রাখা দরকার যে তখন 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকা যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্তের মতো বিজ্ঞান সাধক ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। যদি সেই সময়ে বিদ্যাসাগরও তাঁর হাত মিলিয়ে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেই পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করাটা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল না। উপযুক্ত মানের প্রবন্ধ না হলে সেখানে কোনও লেখা প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছিলেন বলেই তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য,ঠাকুর বাড়ির পাঠ্যতালিকায় পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রসায়নও অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতি রবিরার ঠাকুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন সীতানাথ দত্ত। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় সুপণ্ডিত। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাণী বিজ্ঞান চর্চায় পারদর্শী। এদের সহচর্য লাভ করে রবীন্দ্রনাথ পড়ে ফেললেন হাক্সলির জীবতত্ত্ব (ম্যানস প্লেস ইন নেচার) এবং স্যার রবার্ট বলের জ্যোতির্বিদ্যা (দ্য স্টোরি অপ দ্য হেভেন)। তারপরে তিনি লিখে ফেললেন 'আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' এবং 'জড় কি সজীব' নামে দুটি অসাধারণ প্রবন্ধ। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস তখন প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন জড় পদার্থের মধ্যে পরিবর্তনের রূপরেখা দেখতে পাওয়া যায়। তারা স্থিরবস্তু বলে গ্রহণ করা হলেও তাদের মধ্যে কম্পন অনুভব করতে পারা যায়। এই কাঁপন থাকার ফলে জড়বস্তু নিজেদের পরিবর্তন করতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথের সময়টা ছিল বিজ্ঞানে স্বর্ণযুগ। তিনি ১১ বার ইউরোপ গিয়েছিলেন এবং পাঁচ বার আমেরিকাতে। জাপানে গিয়ে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন জাপান নিজেদের নতুন করে তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন বিজ্ঞানের ওপরে নির্ভর করে। আগামি দিনে জাপান বিজ্ঞানে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে সেটা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। আজকে প্রযুক্তির যুগে জাপানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো বিশ্বে কোনও অদ্বিতীয় শক্তি নেই। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানকার প্রতিটি বাসিন্দারা বিজ্ঞান মনস্ক। বাঙালিদের বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। নাহলে কিন্তু বাংলার উন্নতি একেবারে অসম্ভব। বাংলা চিরকালই অন্ধকারে থেকে যাবে। সেখান থেকে মুক্তি পেতে গেলে অতি অবশ্যই বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন। নাহলে বাংলাকে বাঁচানো যাবে না। আজকে মাদ্রাজ, ওড়িশা, কেরলবাসীরা বিজ্ঞান চর্চাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। তার ফলে তারা উন্নত রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু বাংলায় অতীতে যেভাবে বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল আজকে সই স্থান থেকে বাংলার সরে যাওয়ার ফলে বাঙালিরা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। সেই কারণে বাংলার প্রতিটি কোনে কোনে বিজ্ঞান চেতনার পাশাপাশি চিকিৎসা চর্চাকেও বৃদ্ধি করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হলে সাহিত্য থেকে শুরু করে আর্থিক দিক সবদিক থেকে বাংলা প্রকৃত শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্বপরিচয়' বইটি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকার প্রবেশের ভুলে আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না। কয়েকটি প্রামান্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমত নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হল। আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, তিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন, তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে। ' কবি কতখানি কুণ্ঠিতবোধ করতে শুরু করেছিলেন তা এই লেখা দেখেই প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ কবি কথাকে মর্যাদা দিয়ে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন।

বিন্দু থেকে সিন্ধু

রহমান মৃধা

সারা বিশ্বজুড়ে এখন যে সমস্যাটি বেশি সেটা হচ্ছে খাবারের দাম বৃদ্ধি। কিন্তু কেন খাবারের দাম বেড়ে গেল? অনেকের মতে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে দাম বেড়েছে। এটা অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি।

খাবার এমন একটি জিনিস যা সবারই প্রয়োজন। চাহিদানুযায়ী খাবার না পাওয়া গেলে খাবারে সংকট দেখা দেয়। সংকটের কারণে দামও চড়া হতে থাকে। যাদের টাকা আছে তারা চড়া দামে সেটা ক্রয় করেন। পরে এমন একটি সময় আসে তখন অর্থ থাকলেও খাবার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক তখনই শুরু হয় ক্রাইসিস।

খাদ্য তৈরি করতে দরকার সততা, নিষ্ঠতা, ন্যায়বিচার, ভূমি, জনশক্তি, জ্বালানিশক্তি, অর্থশক্তি, সৌরশক্তি, মিনারেল শক্তি, পুষ্টিশক্তি, খনিজশক্তি ইত্যাদি।

পুষ্টিনিরাপত্তা বিষয়টি খাদ্যনিরাপত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একসময় খাদ্যনিরাপত্তা বলতে প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবারের প্রাপ্যতাকেই বোঝানো হতো। যদিও পুষ্টি কথাটি তেমন গুরুত্ব পায়নি প্রথমদিকে, তবে খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় অত্যাবশ্যক।

খাদ্যের প্রাপ্যতা, লভ্যতা ও পুষ্টিমান। এর মধ্যে খাদ্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করতে হলে খাদ্যতালিকায় সবজির অন্তর্ভুক্তি অবশ্যই থাকতে হবে। একটি স্লোগান আছে, 'সুস্থ সবল জাতি চাই, পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই'।

সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আশঙ্কাজনক হারে জমির পরিমাণও কমেছে। কিন্তু তারপরও উৎপাদনে বিশ্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষক, খেতমজুর, কৃষিবিদ ও কৃষিবিজ্ঞানীদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। তবে এতে আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই। কেননা আমরা এখনও পুষ্টি ও গুণগত মানের খাবার উৎপাদন ও গ্রহণে অনেক পিছিয়ে। তাছাড়া আমরা এখনও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে পারিনি। খাদ্যনিরাপত্তায় শস্যখাদ্য শক্তিশালী পর্যায়ে থাকলেও ভুগছি পুষ্টিনিরাপত্তাহীনতায়। তারপর ভালো পুষ্টি পেতে দরকার সার, প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উৎসের জৈব ও অজৈব বস্তু (চুনাকরণ বস্তু ব্যতীত), যা গাছের বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য এক বা একাধিক পুষ্টি-উপাদান মৃত্তিকাতে সরবরাহ করে। ফলশ্রুতিতে শস্যের প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রাকৃতিক জৈব বস্তুর তুলনায় কম পরিমাণে সারের প্রয়োজন হয়।

মৃত্তিকা গাছের পুষ্টি উপাদান সরবরাহকারী প্রধান মাধ্যম। পুষ্টি-উপাদান সরবরাহের এ ক্ষমতা সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে,

অপর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে শস্যগুলো পুষ্টি-উপাদান ঘাটতির সম্মুখীন হয়, যা শস্যের উৎপাদন ও গুণ হ্রাসে প্রতিফলিত হয়। সে কারণে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়ার জন্য সার প্রয়োগের মাধ্যমে মৃত্তিকাতে পুষ্টি-উপাদান সরবরাহ করার প্রয়োজন হয়।

বর্তমান কৃষিতে শস্য উৎপাদন সিস্টেমের জন্য সার অপরিহার্য। শস্য উৎপাদন প্রভাবকারী নিয়ামকের মধ্যে ফলন বৃদ্ধিতে সার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সার ব্যবহার বৃদ্ধির প্রবণতা, বিশেষ করে ইউরিয়া-নাইট্রোজেনের ব্যবহার বৃদ্ধি এখনও বহাল আছে। সারের মধ্যে নাইট্রোজেনের ব্যবহারই প্রধান অবস্থান দখল করে আছে। এর কারণগুলো হচ্ছে মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম এবং শস্যের বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন সংবলিত সারের দৃশ্যমান প্রভাব অতি দ্রুত দেখা যাওয়ার কারণে এ সার কৃষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। অন্যান্য সারের কম দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ হচ্ছে এদের প্রভাব সাধারণত কম দেখা যায়, যদিও এদের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন প্রকারের জৈব সার মৃত্তিকাতে প্রয়োগ করা হয়, যেমন- গোবর, মূত্র, মুরগির বিষ্ঠা, খামারজাত সার, কম্পোস্ট, শুষ্ক রক্ত, হাড়ের গুড়া, মৎস্যজাত সার, বাদামের খৈল, খৈল, ধইঞ্চা, সানহ্যাম্প, গোমটর, মাষকলাই, মুগডাল, ধান ও গমের খড়, আখের পাতা, আগাছা, ছাই, ইত্যাদি। এসব বস্তুর মধ্যে প্রাণিজ সার, কম্পোষ্ট, সবুজ সার ও খৈল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্যে বিভিন্ন উপাদানের অসামঞ্জস্যতার কারণে যে ধরনের অপপুষ্টি ঘটে, তাকে অসমপুষ্টি বলে। এখন বিশ্বে যদি সারাক্ষণ গোলমাল লেগে থাকে নানা কারণে তখন সবকিছু সময়মতো পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। অনেক সময় ভালো সম্পর্কের অভাবে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য, সঠিক সাহায্য না পাওয়ার কারণেও কিন্তু সঠিক ফসল ফলানো কঠিন হয়ে পড়ে।

পৃথিবীতে এমন দেশ নেই, যে দেশ বলতে পারে তারা সব দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পন্ন। সেক্ষেত্রে বিশ্বের সকল দেশের উচিত অন্যান্য দেশের সঙ্গে সবসময় ভালো কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা। শাসন, শোষণ বা ভাষণ নয় দরকার বন্ধুসুলভ আচরণ এবং দেওয়া-নেওয়া কনসেপ্টের ওপর গুরুত্বারোপ সহ বিশ্বাস স্থাপন করা। সর্বোপরি প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে সে দেশের জন্য একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা খুবই দরকার।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বটে কিন্তু স্থিতিশীল রাজনীতি ও কূটনৈতিক পরিকাঠামো এখনও গড়ে তুলতে পারেনি এবং এই সত্য কথাটি স্বীকার করতেও শেখেনি। সত্য যে কঠিন, সত্য কথা যায় না বলা সহজে।

মুক্তিযুদ্ধে গ্রামের কতজন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও সাধারণ সেনা অংশ নিয়েছিল আর কতজনই বা শহরের-এলিট শ্রেণির? কারা গেঞ্জি বা খালি গায়ে, খালি পায়ে, লুঙ্গি কাছা দিয়ে, জীবন বাজি রেখে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল? যুদ্ধে কারা বেশির ভাগ জীবন দিয়েছিল, বীর শ্রেষ্ঠদের কতজন গ্রামের সাধারণ মানুষ, সাধারণ সেনা সদস্য, আর কতজন সমাজের উচু সম্প্রদায়ের এলিট শ্রেণির শহুরে? সে সব কথা না হয় বাদই দিলাম। মুক্তিযুদ্ধের পরে কারা মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিটের জন্য উতলা-ব্যাকুল হল? যারা শত্রুবাহিনীর দোসর হয়েছিল, পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে, শহরে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছে, মুক্তিকামী মানুষদের যারা ধরে নিয়ে মেরে ফেললো তারাই আগে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটের জন্য দৌঁড়ালো। নিজেকে বাঁচাতে, নিজের অপকর্ম ঢাকতে অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নিল। কত গল্প- গালভরা গল্প বানালো যে সে মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তাদের কেউ কেউ বড় বড় পজিশনে গেল। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ছড়ি ঘোরালো, হয়তো অনেককে মেরেও ফেললো। তাদের কেউ কেউ ক্ষমতাধরদের ধরে ভোল পাল্টালো। কেউ কেউ একদিন ধরাও খেলো। কিন্তু তাতে তাদের লজ্জা নেই। তাদের অপকর্মে আমরাই লজ্জায় মরি! এখনও অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা সাজার চেষ্টায় আছে- হোক তা অসদুপায়ে বা অন্যায়ভাবে। তবে এখন তারা তা করে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের কৃত অপকর্ম ঢাকতে নয়। মুক্তিযোদ্ধা সেজে মুক্তিযোদ্ধাদের দেয়া সুবিধা লুটতে। গ্রামের কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষ, সেনা- সদস্য তাদের কতজন ভুয়া সার্টিফিকেটের জন্য লালায়িত হয়?

যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, কৃষক- শ্রমিক-সাধারণ সেনা-মুক্তিযোদ্ধা তাদের বেশীর ভাগই নিশ্চুপ। মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটের জন্য তারা দৌঁড়ায় না। কারণ তারা সার্টিফিকেটের জন্য যুদ্ধ করেনি, দেশকে শত্রুমুক্ত করতে তারা লড়েছিল। রাজাকার, আল-বদরদের মতো তাদের প্রাণের ভয় ছিল না। বড় বড় পদে যাবার, সম্পদের মালিক হওয়ার, নিজেদের জাহির করার কোনো বাসনা বা উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। তারা নীচে পড়ে রইল, আর তাদের অর্জনের ওপর পা রেখে অনেকে অনেক উপরে উঠে গেল। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে রোগে ভুগে না খেয়ে মরলো। তবু নিজের মান-সম্মানের জন্য তারা কারও কাছে মাথা নত করলো না। মুক্তিযোদ্ধারের বেশীর ভাগই গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ ছাত্র জনতা। তারা দিনের পর দিন হেঁটে, না খেয়ে (কেউ কেউ পথে মরে পড়ে থেকে), ভারতে গিয়ে, ক্যাম্পে থেকে, প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কেউ গেরিলা যুদ্ধ করলো, কেউ সম্মুখ সমরে, কেউ চ্যালেঞ্জিং গেরিলা যুদ্ধে। কেউ শাহাদৎ বরণ করলো, বীরশ্রেষ্ঠ হলো। সে তুলনায় শহরের মানুষ, এলিট শ্রেণি অনেক পিছিয়ে। শহরের মানুষ, এলিট শ্রেণি অনেক সহজে ভারতে গিয়ে হোটেলে- ভালো জায়গায় অবস্থান করলো। তারা, তাদের ছেলেরা ট্রেনে বোম্বে, সিমলা, নৈনিতাল, কাশ্মির ঘুরে বেড়ালো। তারপর এলিট বাহিনীতে যোগ দিলো। কারণ এলিট বাহিনীতে ঝুঁকি কম। খালিপায়ে কাদা মেড়িয়ে, জলে ভিজে, নদী খাল সাঁতরিয়ে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। উঁচু-এলিট শ্রেণির ছেলে, তারা কী করে তা পারে!

এতকিছু করে, জীবন দিয়ে, মানসম্মান খুইয়ে, অঙ্গ খুইয়ে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা (তা তারা গ্রামের বা শহরের সাধারণ বা এলিট শ্রেণির হোক) আমাদের এ দেশটাকে স্বাধীন করলো। সেই দেশ, সেই মানুষকে যারা অবজ্ঞা করে তারা কি মানুষ? রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসরা এ দেশের বিরুদ্ধে, এদেশের মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করে ছিল। তাদের ঘৃণা, তাদের থুথু। কিন্তু আজ যারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, দেশ-মানুষের সেবা করবে বলে ওয়াদা করে দেশের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে, মানুষের সেবক হবে বলে শপথ নিয়ে মানুষের সেবা নেয়, ঘুষ খায়, যারা যোগ্য লোকদের বাদ দিয়ে অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য লোকদের চাকরি দেয়, দায়িত্বে অবহেলা করে, সুবিচারের নামে অবিচার করে, নারীর ইজ্জত লুটে অর্থের-ক্ষমতার দাপটে তা ঢাকে, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকে তারা কি রাজাকার, আলবদর, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি থেকে কম অপরাধী? আমার মনে হয় না। তাদেরকেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিৎ। কিন্তু তাদের বিচার কে করবে?

দেশের জনগণের প্রতিনিধিদের প্রধান এবং প্রথম কাজ বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে সকল বিষয়ের ওপর নীতিমালা তৈরি করা এবং সেগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেদিকে নজর দেওয়া, সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ আইন তৈরি করা এবং আইন বিভাগ যেন সে কাজগুলো সঠিকভাবে পালন করে সেদিকে খেয়াল রাখা, কিন্তু হচ্ছে কি এসব কাজ জাতীয় সংসদ ভবনে?

জনগণের কমিটমেন্ট ছাড়া এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দায়ভার নিলে বা বিসিএস পাশ করে দেশের দায়ভার নিলে দেশকে সোনার বাংলা বা স্মার্ট বাংলা করা যে সম্ভব না তার প্রমাণ ৫২ বছরই যথেষ্ট। রাষ্ট্রের সকল বিসিএসধারী যন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে তাদেরকে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে, একই সাথে জনগণের প্রতিনিধিদের কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। টিকিট কেনার অর্থ থাকলেই কিন্তু দেশ ভ্রমণ করা যায় না, দরকার হয় ভিসার। বাংলাদেশকে সঠিক পথে চালিত করতে শুধু টিকিট কেনার অর্থ থাকলেই হবে না বা টিকিট দিলেই হবে না, দেখতে হবে তাদের দেশ চালানোর যোগ্যতা আছে কিনা। কেস স্টাডি করুন! একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে 'রাইট পারসন রাইট প্লেস কনসেপ্ট' ব্যবহার করুন, অর্থ বিনিয়োগ ছাড়া, দেখবেন দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সঠিক শিক্ষা শেষে যখন সিভিল প্রশাসন কাজে যোগদান করবে তখন তারা সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে, একই সাথে ফলোআপ করা শিখবে। দেশ যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তাহলে অপ্রত্যাশিত ঘটনা চিরজীবনের জন্য বিদায় নিবে দেশ থেকে। একই সাথে দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা সতর্ক হবে এবং তারা জানবে কত ধানে কত চাল। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার ৫২ বছর চলছে এখন, সঠিক ম্যানেজমেন্ট তথা দেশের অবকাঠামো গঠন করা হয়নি। প্রশ্ন জাতির কাছে কবে সম্ভব হবে এই ছোট্ট কাজটি সঠিকভাবে পরিচালনা করা?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গোলাগুলি, আরসা কমান্ডার নিহত

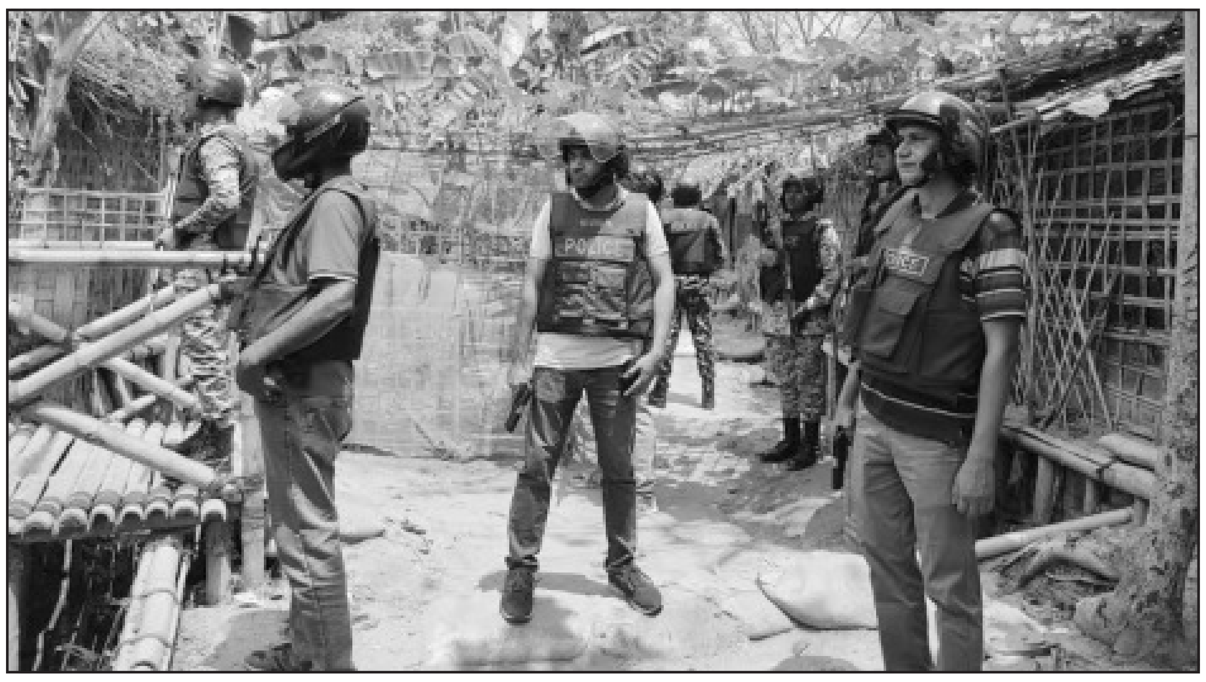

মনির হোসেন,ঢাকা, এপ্রিল ১১।। বাংলাদেশের কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন সদস্যদের সঙ্গে মায়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) সন্ত্রাসীদের গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে আব্দুল মজিদ লালাইয়া নামের একাধিক হত্যা মামলার আসামি এক আরসা কমান্ডার (৩৪) নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ক্যাম্প-১৯ এর ব্লক এ-৮ ঘোনারপাড়া এলাকায় থেমে থেমে এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন ক্যাম্পে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৮ এপিবিএনের সহকারী পুলিশ সুপার (অপারেশন ও মিডিয়া) ফারুক আহমেদ। নিহত আব্দুল মজিদ (লালাইয়া) উখিয়ার ক্যাম্প-১৩, ব্লক-ই/৩ এর তাজনিমার খোলা এলাকার নুরুল আমিনের ছেলে। তার মরদেহের পাশ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। আব্দুল মজিদ লালাইয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সংঘটিত চারটি হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি ও আরসা কমান্ডার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হলেন উখিয়ার ক্যাম্প-১৯ এর ব্লক-এ/৮ এর বাসিন্দা কাশেম আলীর ছেলে মোহাম্মদ তাহের (৪৫), একই ক্যাম্পের ব্লক- এ/১৭ এর বাসিন্দা মৃত সৈয়দ হোসেনের ছেলে জামাল হোসেন (২০) ও ব্লক-এ/৮ এর বাসিন্দা সলিমুল্লাহর ছেলে লিয়াকত আলী (২৫)।

পুলিশ সূত্র জানায়, ক্যাম্প-১৯ এর তাজনিমারখোলার ঘোনারপাড়ায় ক্যাম্প-১৯ এর ব্লক এ-৮ এর আমিন মাঝির বাড়ির পাশে কয়েকটি ঘরে সন্ত্রাসীরা অবস্থান করছিলেন।

খবর পেয়ে পুলিশের ২০-২৫ জনের একটি দল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ১০টার দিকে ঘোনারপাড়ার জনৈক হামিদা বেগমের (৩১) ঘর এবং আশপাশের গলি ও পাহাড় থেকে ৪০-৫০ জন অস্ত্রধারী পুলিশকে রক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। পুলিশও আত্মরক্ষার্থে সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি চালায়। এসময় দুই পুলিশ সদস্য আহত হন। প্রায় আধাঘণ্টা গোলাগুলির পর সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ ওই এলাকা ও ঘর তল্লাশি করে তিনজনকে গ্রেফতার করে। পাশের রুমে আরসা কমান্ডার আব্দুল মজিদ ওরফে লালাইয়ার গুলিবিদ্ধ মরদেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মরদেহের বাম হাতের পাশে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ৮ এপিবিএন অধিনায়ক আমির জাফরসহ পদস্থ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে মরদেহের সুরতহাল করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ভূমিকম্পে কাঁপল জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীনগর, ১২ এপ্রিল (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। বুধবার সকাল ১০.১০ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ১০.১০ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরে। ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল উপকেন্দ্র, ৩৪.৪৪ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ৭৩.৬০।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম থেকে ১৬৪ কিলোমিটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে, কাটরা থেকে ২০২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ও লাদাখের কার্গিল থেকে ২৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে।

পঞ্জাবের ভাটিন্ডার সামরিক ছাউনিতে গুলি; মৃত চার

ভাটিন্ডা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): পঞ্জাবের ভাটিন্ডার সামরিক ছাউনির ভিতরে চলল গুলি! গুলিবিদ্ধ হয়ে চার জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। গোটা এলাকা ঘিরে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। বুধবার ভোর ৪.৩৫ মিনিট নাগাদ পঞ্জাবের ভাটিন্ডার সামরিক ছাউনিতে গুলি চলার ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ হয়ে চার জনের মৃত্যু হয়েছে।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। বুধবার ভোর ৪.৩৫ মিনিট নাগাদ ভাটিন্ডার সামরিক ছাউনির ভিতরে গুলি চলার ঘটনা ঘটে। তাতে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে ও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এই গুলি চলার সঙ্গে সন্ত্রাসের কোনও যোগ নেই।

রাজস্থানে প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসর সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানের আজমেঢ় ও দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে রাজস্থানের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার বেলা এগারোটা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজস্থানের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উদ্বোধনী ট্রেনটি অবশ্য জয়পুর থেকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে যাবে। নিয়মিত পরিষেবা শুরু হবে বৃহস্পতিবার থেকে। যাত্রাপথে ট্রেনটি জয়পুর, আলোয়ার এবং গুরুগ্রাম-এ থামবে। শতাব্দী এক্সপ্রেসের তুলনায় এই ট্রেন ১ ঘন্টা আগে আজমেঢ় পৌঁছবে। এই ট্রেন রাজস্থানে পর্যটকদের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান ---পুষ্কর, আজমেঢ় শরিফ দরগার মধ্যে যোগাযোগ আরও উন্নত করবে। উন্নত যোগাযোগের ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক বিকাশও ত্বরান্বিত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, আজমেঢ় থেকে দিল্লি যাওয়ার প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পাচ্ছে রাজস্থান। বন্দে ভারত ট্রেন রাজস্থানের পর্যটন শিল্পকে বাড়িয়ে তুলবে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ভারতে তৈরি প্রথম সেমি-হাইস্পিড ট্রেন। এটি সবচেয়ে কমপ্যাক্ট এবং দক্ষ ট্রেনগুলির মধ্যে একটি। এই ট্রেন নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে সজ্জিত। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন আরও বলেছেন, 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন "ভারত সর্বাগ্রে, সর্বদা প্রথমে" এই চেতনাকে সমৃদ্ধ করে। আমি খুশি যে বন্দে ভারত ট্রেন এখন উন্নয়ন, আধুনিকতা, স্বনির্ভরতা এবং স্থিতিশীলতার সমার্থক হয়ে উঠেছে। বন্দে ভারতের এখনকার যাত্রা আমাদের আগামীকাল উন্নত ভারতের যাত্রায় নিয়ে যাবে।' প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত স্বার্থপর ও লোভের রাজনীতি সর্বদা রেলওয়ের আধুনিকায়ন হতে দেয়নি। বড় আকারের দুর্নীতি রেলে উন্নয়ন ঘটতে দেয়নি, অথবা রেলের নির্বাচন প্রক্রিয়াকেও স্বচ্ছ হতে দেয়নি। ২০১৪ সালের পরেই বিপ্লবী রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর রেলওয়ের আধুনিকায়নে সব সময় রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ দেখে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কে হবেন রেলমন্ত্রী, রাজনৈতিক স্বার্থেই এমন ট্রেন ঘোষণা করা হয়েছে যেগুলি কখনও চলেনি।'

স্বার্থপর ও নিম্নমানের রাজনীতি সর্বদা ভারতীয় রেলের আধুনিকায়ন হতে দেয়নি। উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বড় আকারের দুর্নীতি রেলে উন্নয়ন ঘটতে দেয়নি, অথবা রেলের নির্বাচন প্রক্রিয়াকেও স্বচ্ছ হতে দেয়নি। বুধবার বেলা এগারোটা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজস্থানের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত স্বার্থপর ও লোভের রাজনীতি সর্বদা রেলওয়ের আধুনিকায়ন হতে দেয়নি। বড় আকারের দুর্নীতি রেলে উন্নয়ন ঘটতে দেয়নি, অথবা রেলের নির্বাচন প্রক্রিয়াকেও স্বচ্ছ হতে দেয়নি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '২০১৪ সালের পরেই বিপ্লবী রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর রেলওয়ের আধুনিকায়নে সব সময় রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ দেখে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কে হবেন রেলমন্ত্রী, রাজনৈতিক স্বার্থেই এমন ট্রেন ঘোষণা করা হয়েছে যেগুলি কখনও চলেনি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পরিস্থিতি এমন ছিল যে গরীবদের জমি কেড়ে নিয়ে রেলে চাকরি দেওয়া হয়। রেলওয়ের নিরাপত্তা... পরিচ্ছন্নতা সবকিছুই উপেক্ষা করা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০১৪ সালের পর থেকে।'

শিল্পপতি কেশব মাহিন্দ্রা প্রয়াত

মুম্বই, ১২ এপ্রিল(হি.স.) : প্রয়াত হলেন দেশের অন্যতম শিল্পপতি তথা মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা গোষ্ঠীর এমিরেটস চেয়ারম্যান কেশব মাহিন্দ্রা। বুধবার সকালে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। সম্প্রতি ফোবর্সের বিলিওনিয়র শিলল্পতির তালিকায় ঠাঁই পেয়েছিলেন দেশের সবচেয়ে প্রবীণ শিল্পপতি। কেশব মাহিন্দ্রার মৃত্যুর খবরে শিল্প ও বাণিজ্য মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

১৯২৩ সালের ৯ অক্টোবর হিমাচল প্রদেশের সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন কেশব মাহিন্দ্রা। আমেরিকার পেনসেলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে ১৯৪৭ সালে পৈতৃক ব্যবসায় যোগ দেন। বাবার সঙ্গে ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে হাত লাগান। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলানোর পরে ১৯৬৩ সালে 'মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা' শিল্পগোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। একটানা ৪৮ বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পরে ২০১২ সালে ছেলে আনন্দ মাহিন্দ্রার হাতে পৈতৃক ব্যবসা চালানোর ভার দিয়ে তিনি সরে দাঁড়ান। যদিও সংস্থার এমিরেটস চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন।

মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কেশব মাহিন্দ্রা টাটা স্টিল, আইসিআইসিআই, আইএফসি, সেইল ও ইন্ডিয়ান হোটেলস সহ একাধিক সংস্থার পরিচালক পদেও ছিলেন। ২০০৭ সালে শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে লাইফচাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছিল আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং।

মোদীকে চিঠি জেলেনস্কির, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট চাইলেন মানবিক সাহায্য

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদামির জেলেনস্কি। চারদিনের সফরে ভারত এসেছেন ইউক্রেনের উপ বিদেশমন্ত্রী এমিনে জাপারোভা। তিনিই কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মিনাক্ষী লেখিকে জেলেনস্কির লেখা এই চিঠিটি হস্তান্তর করেছেন। সেই চিঠিতে মূলত যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জামের পাশাপাশি অন্যান্য মানবিক সাহায্যের আর্জি জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোর জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে চিঠি লিখেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি তিনদিনের সফরে ভারতে এসেছিলেন ইউক্রেনের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী এমিন জাপারোভা। তিনি ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখির সঙ্গে দেখা করে মোদীর উদ্দেশে লেখা জেলেনস্কির চিঠিটা তুলে দেন। পাশাপাশি ইউক্রেনে পরিকাঠামো তৈরির জন্য ভারতীয় সংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ জানান সেদেশের উপ-বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, "যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইউক্রেনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য বড় সুযোগ হয়ে উঠতে পারে।"

প্রবল দাবদাহে ওড়িশায় আগামী পাঁচ দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল সমস্ত স্কুল

ভুবনেশ্বর, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : প্রবল দাবদাহে আগামী পাঁচদিন রাজ্যের সমস্ত স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল ওড়িশা সরকার। সব মহলের সঙ্গে আলোচনা করে বুধবার থেকে পাঁচদিন স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ওড়িশায় একাধিক জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভুবনেশ্বরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বারিপদায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১.৬ ডিগ্রি। ঝাড়সুকদায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১.২ ডিগ্রিতে। আগামীতে গরম আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক জাপান সফর থেকে ফিরে জরুরি বৈঠকে বসেন। কথা বলা হয় আবহবিদদের সঙ্গে। সব মহলের সঙ্গে আলোচনা করে বুধবার থেকে পাঁচদিন স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৩ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় তাপপ্রবাহ চলবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। সংক্রান্তির উৎসবেও গরমের প্রবল দাপট অব্যাহত থাকবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। সরকারের তরফ থেকে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

শুষ্ক গরম বাতাসের প্রভাবে তাপমাত্রার পারদ চড়ছে কলকাতায়, দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই পারদ ঊর্ধমুখী। একই অবস্থা উত্তরবঙ্গেও। প্রচন্ড গরমে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ নাজেহাল, কলকাতায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন, দুই তাপমাত্রাই স্বাভাবিকের ওপরে। পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত তাপমাত্রা কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা না থাকলেও, একটানা শুষ্ক গরমে অসুস্থ হয়ে পড়া এড়াতে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা।অত্যধিক গরমে কাহিল হয়ে পড়ছে তিলোত্তমা, মাত্রাতিরিক্ত এই গরম এখনই কমবে না। রোদের দাপট আরও নাজেহাল অবস্থার সম্মুখীন হবে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত এমনই থাকবে তাপমাত্রা। এই সময়ে দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। মঙ্গবারের পর বুধবারও ঊর্ধমুখী কলকাতার তাপমাত্রা। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েক দিন স্বাভাবিকের ওপরেই থাকবে কলকাতার তাপমাত্রা। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের একাধিক প্রান্তে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। কলকাতাতেও গত কয়েক দিনে ৩৬ থেকে ৩৮ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করেছে তাপমাত্রার পারদ।

সকালের দিকে রোদের তেজ কিছুটা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গনগনে রোদে বাড়ির বাইরে বেরোনো দায়। সন্ধ্যা কিংবা রাতেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশি থাকছে, যে কারণে গরমের অস্বস্তিতে নাজেহাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বুধবারও তীব্র রোদের দাপট ছিল শহর ও শহরতলিতে।

গুয়াহাটিতে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু সাংবাদিকের

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : গুয়াহাটিতে সিটি বাসের ধাক্কায় মৃত্যুবরণ করেছেন সাংবাদিক মুস্তাক আলম। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি আজ বুধবার সকালে স্থানীয় বেলতলা এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। তিনি গুয়াহাটির একটি স্থানীয় মিডিয়া হাউসে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং বশিষ্ঠ পুলিশের কাছে জানা গেছে, আজ সকালে নিজের স্কুটি নিয়ে বশিষ্ঠ মন্দির থেকে জিএস রোডে তাঁর অফিসে যাচ্ছিলেন সাংবাদিক মুস্তাক আলম। এক সময় এএস ০১ এইচসি ২৬২৯ নম্বরের একটি সিটি বাস এসে আলমের স্কুটিতে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। তাঁরা জানান, সিটি বাসটি মুস্তাক আলমকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে ছুটে যায় বশিষ্ঠ থানার পুলিশ। তাঁরা মুস্তাক আলমের দেহ উদ্ধার করে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ইত্যবসরে আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী আলমের মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে ঘাতক সিটি বাসকে আটক করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গেছে বশিষ্ঠ থানার পুলিশ।

দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি খাড়গের সঙ্গে দেখা করলেন নীতীশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল(হি.স.) : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জনতা দলের (ইউনাইটেড) প্রধান নীতীশ কুমার কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির মধ্যে ব্যবধান কমাতে এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে একক প্ল্যাটফর্মে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে বুধবার দুপুরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সাথে দেখা করলেন।

মঙ্গলবার তিন দিনের সফরে দিল্লি পৌঁছেছেন নীতীশ কুমার। বুধবার তিনি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সাথেও দেখা করেন। এছাড়া কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। দিল্লিতে তাঁর আগমনের পর মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী ঐক্যকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে প্রথমে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) প্রধান লালু প্রসাদের সাথে দেখা করেন। যেদিন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং লালু প্রসাদের ছেলে তেজস্বী যাদব চাকরির জন্য জমি কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত অর্থ পাচারের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) সামনে হাজির হন সেদিন এই দুজনের দেখা হয়েছিল।

দিল্লিতে পৌঁছানোর পর নীতিশ কুমার লালু প্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজ্যসভার সাংসদ মিসা ভারতীর বাসভবনে যান। উভয় নেতা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। কুমার লালুর স্বাস্থ্য সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন। নীতীশ কুমারের সঙ্গে ছিলেন জেডিইউ সভাপতি লালন সিং ও মন্ত্রী সঞ্জয় ঝা।

সফলভাবে গঙ্গার তলা দিয়ে ছুটল মেট্রো

কলকাতা ১২ এপ্রিল (হি. স.) : অবশেষে সফলভাবে রেকটি পৌঁছে গেল হাওড়া ময়দানে। মাত্র আধ ঘণ্টায় মহাকরণ থেকে হাওড়া ময়দান পৌঁছে গেল মেট্রোর একটি রেক। বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এরপর শুরু হবে মহড়া। বউবাজার বিপর্যয়ের পর কিছুটা শ্লথ হয়েছিল কাজের গতি। আশা-আশঙ্কার দোলাচলের মধ্যেই এদিন ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ মেট্রোর একটি রেক মহাকরণ থেকে রওনা দেয়। বিদ্যুতের মাধ্যমে চালানো হয় ট্রেনটি। কোনও বাধাবিঘ্ন ছাড়াই মেট্রোটি পৌঁছে যায় হাওড়া ময়দানে।

প্রসঙ্গত, রবিবারের দুপুরে গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো ছোটানোর কথা ছিল।

এসপ্ল্যানেডে এসেই সফর থেমে যায়। তবে কোনও বিপত্তি ছাড়াই বউবাজারের মাটির তলার অংশ পার করেছিল দু'টি রেক। ব্যাটারিচালিত গাড়ি দিয়ে ঠেলে রেক দু'টিকে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেডে নিয়ে আসা হয়েছিল। এবার হাওড়া ময়দানে পৌঁছে গেল মেট্রোটি। তারপর শুরু হবে মহড়া।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

গরমে স্বস্তি পেতে ছাতুর শরবতে চুমুক দেন?

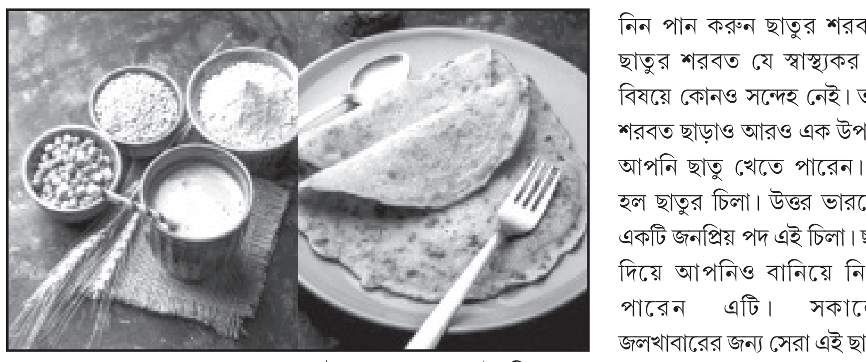

কেই রাস্তায় ছাতুর শরবত পান করেন। উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে এই খাবারের রমরমা বেশি। বাংলাতেও এই খাবারের চাহিদা রয়েছে। যদিও শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার ক্ষেত্রে এই ছাতুর শরবত দারুণ উপকারী। যদিও শরীরকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে এই দেশীর জলখাবারের তুলনা হয় না।

ছাতুর মধ্যে সোডিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটিন, চর্বি এবং কার্বোহাইড্রেটের মতো পুষ্টি রয়েছে। হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে এবং মেটাবলিজম বাড়াতে সাহায্য করে ছাতু।

যাঁরা ওজন কমাতে চান কিন্তু ডায়েট চার্ট মেনে খাবার খাওয়ার সময় নেই, তাঁরা ছাতুর সাহায্য নিতে পারেন। হাতে জলখাবার খাওয়ার সময় না থাকলে এক গ্লাস ছাতুর শরবত খেয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন। তাছাড়া খালি পেটে এক গ্লাস ছাতুর শরবত পান করলে সারাটা দিন আপনি ফুরফুরে থাকতে পারেন। এটি আপনার মধ্যে শক্তির জোগান দেয় যার ফলে সারাদিনের কাজকর্মেও আপনি এনার্জি পাবেন।

ছাতুর শরবত খেলে শরীরে ভিটামিন ও মিনারেলের ভারসাম্য বজায় থাকে। এছাড়া ছাতুর শরবত পান করলে এটি শরীর থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। ওজন কমানোর জন্য আজকাল অনেকেই গ্লুটেন-ফ্রি খাবার খান। এই কারণে ময়দার তৈরি খাবার এড়িয়ে চলেন। সেক্ষেত্রে ছাতু দারুণ উপকারী। ছাতুর শরবত খাওয়া যেমন সহজ, তেমনই তৈরি করা।

ছাতুর শরবত তৈরি করুন এভাবে- এক গ্লাস জলে ২ চামচ ছাতু, ১ চামচ চিনি, ১/২ চামচ লেবুর রস, এক চিমটে নুন, এক চিমটে বিটনুন, ১/২ চামচ পেঁয়াজ কুচি, ১/২ চামচ কাঁচা লঙ্কা কুচি, ১/২ চামচ ধনে পাতা মিশিয়ে নিন। ভাল করে উপকরণগুলো মিশিয়ে নিন পান করুন ছাতুর শরবত। ছাতুর শরবত যে স্বাস্থ্যকর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে শরবত ছাড়াও আরও এক উপায়ে আপনি ছাতু খেতে পারেন। তা হল ছাতুর চিলা। উত্তর ভারতের একটি জনপ্রিয় পদ এই চিলা। ছাতু দিয়ে আপনিও বানিয়ে নিতে পারেন এটি। সকালের জলখাবারের জন্য সেরা এই ছাতুর চিলা।

ছাতুর ছিলা তৈরি করুন এভাবে- চার চামচ ছাতু নিন। এতে অর্ধেক পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন। অর্ধেক টমেটো কুচিয়ে নিন। এবার ছাতু, পেঁয়াজ ও টমেটো সঙ্গে নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো ও লঙ্কা কুচি মিশিয়ে নিন। এতে সামান্য জল ও তেল মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। খুব ঘন বা খুব পাতলা পেস্ট বানাবেন। এবার তাওয়াতে এক চিমটে তেল দিয়ে ভেজে নিন ছাতুর ছিলা।

প্রচণ্ড গরমে হজমের সমস্যা হলে যেটা করবেন

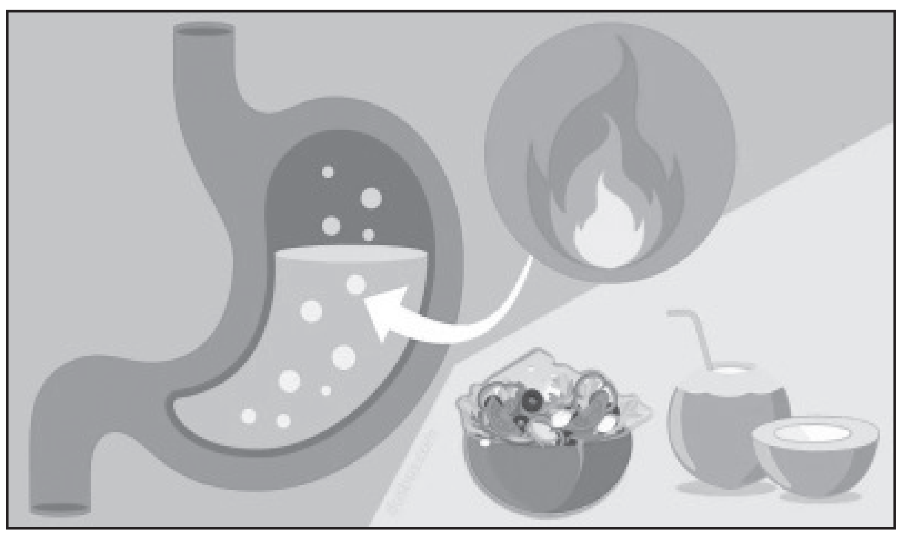

গরমের মধ্যে হজমের সমস্যা বেড়ে যায়। বিশেষ করে একটু বেশি খেয়ে ফেললে কিংবা তেলমসলার পরিমাণ সামান্য বেশি হয়ে গেলেই পেটের গোলমাল শুরু হয়ে যায়। এটা থাকে বাঁচতে স্বাভাবিক উপায়ে হজম ক্ষমতা বাড়ানো ও হজম উপযোগী খাবার খাওয়াই প্রয়োজন। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস ও কয়েকটি কৌশল মেনে চললেই হজমের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

অশ্বগন্ধা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ, যা প্রদাহ কমাতে এবং শরীরের বিপাক হার বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিপাকহার বাড়লেই ওজন ঝরার প্রক্রিয়া তরান্বিত হবে। গরম পড়লেই হজমজনিত সমস্যার শিকার হন অনেকে। সেক্ষেত্রে অশ্বগন্ধা খেতে পারেন।

এক চামচ অশ্বগন্ধার গুঁড়ো হালকা গরম জলে মিশিয়ে দশ মিনিট রেখে তার পর সেই পানীয় খেয়ে ফেলুন। দিনে এক থেকে দুবার এই পানীয় খেতে পারেন। এছাড়া অর্জুন গাছের ছাল উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা কমাতে পারে। এমনি সর্দিকাশি কমাতে এটি বেশ কার্যকর।

এই গাছের ছালে কোয়েনজাইম কিউ১০ থাকায় রক্তচাপের মাত্রা কমানোয় কাজে আসতে পারে। হজমের সমস্যা কমাতেও এই ছাল উপকারী। এজন্য এক গ্লাস গরম জলে ২ থেকে ৩ গ্রাম অর্জুন ছালের গুঁড়ো মিশিয়ে দিনে দু'বার খেতে পারেন এই পানীয়। এতে পেটের সমস্যা কমবে। সবচেয়ে ভালো আদা। এটা অনেক সমস্যার জন্যই উপকারী। আদা বদহজমের সমস্যাও মেটাতে পারে। এজন্য জল গরম করে তাতে ২ চামচ আদার রস, ১ চামচ লেবুর রস ও লবণ মিশিয়ে নিন। তার পর সেই জল অল্প অল্প করে খান।

গরমে র‍্যাশ ও চুলকানি থেকে বাঁচতে যা করবেন

গরমে অতিরিক্ত ঘাম এবং আঁটসাঁট পোশাকের কারণে র‍্যাশ ও চুলকানি হতে পারে। গরমে ত্বকের এ ধরনের সমস্যা নিরাময়ের জন্য আয়ুর্বেদিক কিছু প্রতিকার রয়েছে। চন্দন ত্বককে প্রশমিত করে এবং এতে থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য ক্ষত ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।

ত্বকের সমস্যা দূর করতে জল বা গোলাপজলের সঙ্গে চন্দন মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া ব্যবহার করতে পারেন অ্যালোভেরা। এটি একটি আয়ুর্বেদিক ভেষজ। এতে থাকা অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য প্রদাহ কমায়।

গরমের কারণে বের হওয়া র্ঘাশের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে অ্যালোভেরা। এজন্য তাজা অ্যালোভেরা কেটে ফ্রিজে রাখুন। প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যালোভেরার জেল বের করে আক্রান্তস্থলে লাগান। মুলতানি মাটিতে বেদনানাশক এবং প্রদাহ বিরোধী গুণ রয়েছে।

গোলাপজলের সঙ্গে মিশিয়ে মুলতানি মাটি ব্যবহার করতে পারেন। আক্রান্তস্থলে এই মিশ্রণটি লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর ধুয়ে নিন এবং আলতো করে বরফ ঘষুন, তারপর ময়েশ্চারাইজিং করুন। এতে ত্বকে র‍্যাশ বা চুলকানির সমস্যা কমবে।

অনেক ক্ষেত্রে শসা বেশ কার্যকরি। শসায় থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ট্যানিন তাপজনিত র‍্যাশ দূর করতে সাহায্য করে। মধু এবং গোলাপজলের সাথে শসা টুকরো টুকরো করে ব্লেন্ড করে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। আক্রান্তস্থলে ৩০ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। এতে উপকার পাবেন।

নুন খাওয়া কমালেই কঠিন রোগ থেকে মুক্তি

নুন ছাড়া যে কোনও খাবারই বিস্বাদ। মুখে তোলা যায় না। অনেকের আবার খাবার পাতে কাঁচা নুন খাওয়ারও অভ্যাস আছে। ফলমূল বা কোনও পানীয়ের সঙ্গেও অনেকে নুন মিশিয়ে খান। এই ভাবে সারা দিনে কতটা নুন বা সোডিয়াম যে শরীরে গেল, তার হিসেব থাকে না। আর এখানেই হয় আসল বিপদ! বিশেষজ্ঞদের মতে, রোজকার খাবারে নুনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি হলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। স্নায়ুর কার্যকারিতা, পেশী সংকোচন ও শিথিল করা এবং শরীরে জল ও খনিজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শরীরে খুব অল্প পরিমাণে সোডিয়ামের প্রয়োজন হয়। প্রতিদিন প্রায় ৫ গ্রাম সোডিয়ামই যথেষ্ট।

অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার ফলে উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হার্ট ফেইলিওর এবং কিডনি রোগের মতো আরও অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে অত্যধিক নুন না খাওয়াই ভালো। চলুন জেনে নেওয়া যাক, নুন খাওয়া কমালে স্বাস্থ্যের কী কী উপকার হতে পারে -

নিম্ন রক্তচাপ - নুন হল সোডিয়ামের অন্যতম উৎস। শরীরে বেশি পরিমাণে সোডিয়াম এবং তুলনায় কম পরিমাণে পটাশিয়াম গেলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেয়। রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে বেশি নুন খাওয়ার অভ্যাস। তবে লবণ গ্রহণ কমিয়ে দিলে রক্তচাপও কমে।

হার্ট সুস্থ রাখতে - অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। হৃদপিণ্ডে রক্তসঞ্চালক ধমনীর ভিতর জমে প্লাক। ফলে সেখানে রক্ত চলাচল ঠিকমতো হয় না। এই কারণেই হার্ট অ্যাটাক হয়। তবে লবণ খাওয়া কমালে রক্তচাপ কমে এবং ধমনীতে প্লাকও তৈরি হয় না। ফলে হার্ট সুস্থ থাকে।

কিডনি রোগের ঝুঁকি কমে - নুন বেশি খেলে কিডনি রোগের ঝুঁকিও বাড়ে। নুনের অতিরিক্ত সোডিয়াম কিডনির শত্রু। শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি হলে তা বেরিয়ে আসতে পারে না এবং কিডনির ক্ষতি করতে শুরু করে। তাই কিডনি সুস্থ রাখতে অতিরিক্ত লবণ খাওয়া পরিহার করুন এখন থেকেই।

ওজন কমাতে নুন কম খান - ওবেসিটি বা মেদবাহুল্যের জন্যও নুন অনেকটাই দায়ী। নুন বেশি খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়, যার ফলে ওজন বাড়তে পারে। তবে লবণ খাওয়া কমালে শরীর ততটাও জল জমতে পারে না। বারবার তেষ্টা পায় - নুনযুক্ত খাবার বেশি খেলে বারবার তেষ্টা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতিরিক্ত লবণ শরীরের তরলের সঙ্গে মিশে যায় এবং শরীরে বারবার জলের চাহিদার অনুভব করায়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে নুন খাওয়া কমান। গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা কমে - শুধু গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থেকেই আলসার হয় না, অতিরিক্ত পরিমাণে সোডিয়াম বা নুন গ্রহণ করলেও পাকস্থলীতে আলসার হতে পারে। কারণ নুন খাবার হজমে বাধা দেয়। ফলে খাবার পাকস্থলীতে জমা হয় এবং ঠিকভাবে হজম না হতে পারার কারণে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দেয়। তবে পরিমিত পরিমাণে নুন খেলে এই সমস্যা দেখা দেয় না।

গরম দুধের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে পান করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে

ঋতু পরিবর্তনের সময় জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা-সহ বেশ কিছু পরিচিত অসুখ দেখা যায়। বিশেষ করে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তারা এ সময় ক্রমাগত ভুগতে থাকেন। তাই এই সময় স্বাস্থ্যের একটু বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয়।

শক্তিশালী ইমিউনিটি সিস্টেমের সাহায্যে অনেক ধরনের সংক্রমণ এবং গুরুতর রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভেষজ উপাদানের জুড়ি মেলা ভার। আজকের আর্টিকেলে এমনই কয়েকটি ভেষজের উল্লেখ করা হল, যেগুলি ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে এবং সংক্রমণের আশঙ্কাও কমায়।

অশ্বগন্ধা - আয়ুর্বেদিক ওষুধে ব্যবহৃত অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ভেষজ অশ্বগন্ধা। যুগ যুগ ধরে মানুষের নানা উপকারে কাজে লাগছে অশ্বগন্ধা । এতে রয়েছে অ্যান্টি-ভাইরাল গুণ, যে কারণে বিভিন্ন ভাইরাল সংক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। দুধে সামান্য চিনি আর অশ্বগন্ধার গুঁড়ো মিশিয়ে রাতে পান করুন।

অশ্বগন্ধা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রদাহের প্রবণতা কমায়, মানসিক চাপ ও বয়সজনিত নানা সমস্যা দূর করে। এই ভেষজে জীবাণুনাশক গুণও আছে। তবে অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে খাবেন।

শুকনো আদা - শুকনো আদার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ আমাদের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে। এতে ভিটামিন এ, সোডিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফাইবার, ক্যালশিয়াম এবং জিঙ্কও রয়েছে। এই সব গুণই মানব দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। এ ছাড়াও, শুকনো আদায় থাকা জিঞ্জেরল এবং নামক যৌগ বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

অর্জুন গাছের ছাল - অর্জুন গাছের ছালে রয়েছে ভরপুর ঔষধি গুণাগুণ। স্বাস্থ্যের নানা সমস্যার সমাধান করতে দিতে পারে এই গাছ। অর্জুনের ছালে রয়েছে ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, কপার, জিঙ্ক, পটাশিয়ামের মতো খনিজ, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি ভাইরাল ইনফেকশনের উপসর্গ যেমন সর্দি, জ্বর, শরীরে ব্যথা ও সংক্রমণও দূর করে।

হলুদ - ভারতীয় খাবারে ব্যবহৃত অতি পরিচিত মশলা হলুদ। এতে আবার ঔষধি গুণও রয়েছে প্রচুর। হলুদে থাকা কারকিউমিন যৌগে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে গবেষণায় দেখা গেছে। এ ছাড়াও, কারকিউমিনে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে কারণে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। গরম দুধের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে পান করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ফলে আমাদের শরীর যে কোনও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। এই আর্টিকেলটি সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা। বোল্ডস্কাই বাংলা এটি নিশ্চিত করে না। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। থবে অন্য তেল যেমন- নারকেল তেলে সঙ্গে মিশিয়ে ল্যাভেন্ডার অয়েল ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন। ল্যাভেন্ডার অয়েলের ফেস মিস্ট ব্যবহার করুন। ফেসপ্যাকেও ব্যবহার করতে পারেন এই এসেনশিয়াল অয়েল। সবচেয়ে ভালো লেমনগ্রাস অয়ে। এটিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান আছে। অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদানও আছে। এ কারণে গরমে ত্বকের জ্বালাভাব, চুলকানির মতো প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে লেমনগ্রাস অয়েল।

প্রচন্ড গরমে প্রাণ জুড়াতে লেবু-পুদিনার শরবত

প্রচন্ড গরমে অনেকেই লেবুর শরবত খান। লেবু শরীর থেকে টক্সিন বের করতে দারুণ উপকারী। অন্যদিকে পুদিনা পাতা হজম সহায়ক। এই দুইয়ের সমন্বয়ে শরবত তৈরি করা হলে তা অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর হবে। এটি সহজেই ঘরে তৈরি করে নিতে পারবেন। এর জন্য প্রয়োজন ৭-৮ টি পুদিনা পাতা, ২-৩ টেবিল চামচ চিনি, ২-৩ চা চামচ লেবুর রস, বিট লবণ ১ চা চামচ, আইস কিউব প্রয়োজন অনুযায়ী, জল প্রয়োজন অনুযায়ী। এটা তৈরিতে প্রথমে ব্লেন্ডারে সব উপকরণ দিয়ে ব্লেন্ড করুন। এবার গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন। আপনি যদি এটা বিভিন্ন সময়ে খেতে চান, তাহলে এটি ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন। প্রচণ্ড গরমে এই পানীয় শরীর ঠান্ডা রাখবে। সেই সঙ্গে শক্তিও জোগাবে। মন ফুরফুরে থাকবে।

রোদে আপনার ত্বক পুড়ে কালচে হলে যা করবেন

গরম পড়তেই ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ত্বকের অতিরিক্ত তেল নিঃসরণ হয়। এতে প্রদাহ দেখা দেয়। মুখে ব্যাশ-চুলকানিও হতে পারে। এই সময়ে ত্বকের সঠিক যত্ন না নিলে নানা সমস্যা হতে পারে। রোদে পুড়ে যাওয়া ত্বকের কালচে ভাব দূর করতে এসেনসিয়াল অয়েলের ওপর নির্ভর করতে পারেন। টি ট্রি অয়েলে অ্যান্টি- মাইক্রোবায়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান থাকায় এটি ত্বকের জন্যে খুবই ভালো। এই তেল ত্বকের প্রদাহ কমায়। যেকোনও ধরনের সংক্রমণ সারায়। বিশেষ করে ব্রণের সমস্যা সারাতে এই তেল বেশ উপকারী।

রোদে পোড়া ভাব থেকে ত্বককে রক্ষা করে টি-ট্রি অয়েল। ত্বকে ভিতর থেকে আর্দতার জোগান দেয়। ২০১৬-এ প্রকাশিত এক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, টি-ট্রি অয়েল ও রেসভেরেট্রল একসঙ্গে মিশিয়ে ত্বকে লাগালে সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করা যায়। এছাড়া প্রতিদিনের রূপচর্চায় যোগ করতে পারেন ল্যাভেন্ডার অয়েল। এই এসেনশিয়াল অয়েলে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। ফলে, ত্বকের টক্সিন বের করে দিয়ে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফেরায়।

রোদ থেকে বাড়ি ফিরেই মাথা ঘুরছে আপনার মধ্যে বাড়ছে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি

বৈশাখ শুরুর আগেই ৪০ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই তাপমাত্রা রাজ্যে। রয়েছে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাসও। আগামী দিনে তাপমাত্রা আরও বাড়বে। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়ে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কিন্তু চিকিতকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এত গরম নিয়ে। গত কয়েক বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রীষ্ম আর্দতাহীন-শুষ্ক। অর্থাতগায়ে তাপ লাগলেও, গরম হলেও ঘামের পরিমাণ কম। এমন আবহাওয়াতেই বাড়ে হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা। আর এতেই সতর্ক থাকতে বলেছেন চিকিতকরা। হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কীভাবে তৈরি হয়?

আবহাওয়ার পরিবর্তন যে আমাদের স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলে, তা জানা কথা। যেখানে প্রায় ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রা, সেখানে শরীরের তাপমাত্রাও বাড়ে। আর যখন দেহের তাপমাত্রা বাড়ে তখন হৃদপিণ্ড দ্রুত স্পন্দন হতে থাকে। তখন রক্ত পাম্প করার জন্য হৃদপিণ্ডকে বেশি কাজ করতে হয়। তখন ত্বকের উপরিতলে ঘাম তৈরি হয়। এই ঘাম আমাদের শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু যখনই এই ঘাম হয় না কিংবা শরীর শীতল হতে পারে না, তখন হৃদপিণ্ড-সহ দেহের অন্যান্য অঙ্গের উপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। আর তখন শরীরে যে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সেটাই হল হিট স্ট্রোক। এ বছর তাপ লাগলেও, সেই পরিমাণ ঘাম হচ্ছে না। আর এতেই বাড়ছে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি।

কাদের মধ্যে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি? যে কোনও মানুষের হিট স্ট্রোক হতে পারে। যাঁরা দীর্ঘক্ষণ রোদের মধ্যে কাজকর্ম করছেন, তাঁরা এই সময় সাবধানে থাকুন। এছাড়া আপনার যদি উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল কিংবা অন্য কোনও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে এই গরমে হিট স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো কী-কী?

হঠাতকরে হিট স্ট্রোক হয় না। হিট স্ট্রোক হওয়ার আগে তার লক্ষণগুলো শরীরে প্রকাশ পেতে শুরু করে। যেমন ঘাম না হওয়া, ত্বকের উপরিতল শুষ্ক হয়ে যাওয়া, রক্তচাপ কমে যায়, খিঁচুনি, মাথা ঘোরা বা মাথা ঝিমঝিম করা ইত্যাদি। হিট স্ট্রোক হওয়ার আগে পেশিতে টান ধরে। মূলত শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেলে অর্থাতশরীর জলশূন্য হয়ে গেলে এমন লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখনই যদি সচেতন হয়, তাহলে সহজেই হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়ানো যায়।

হিট স্ট্রোক প্রতিরোধ করবেন কীভাবে? প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। এই গরমে হাইড্রেশনই সুস্থ থাকার উপায়। যে খাবারই খাবেন, তাতে জলের পরিমাণ যেন বেশি হয়। দিনের বেলা বিশেষত রোদে বাইরে বেরোবেন না। একদম ভোরে কিংবা বিকালের পর যোগব্যায়াম করুন। রাতে হাঁটতে যেতেও পারেন। আর যদি আপনি হার্টের রোগী হয়ে থাকেন, তাহলে নিয়মিত চেকআপ করান।

ভারত- বাংলাদেশের সম্পর্ক একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে

মনির হোসেন,ঢাকা, এপ্রিল ১১।। বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেছেন, শেখ হাসিনা এবং নরেন্দ্র মোদির নেতৃতে গত ১ দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারত- বাংলাদেশের সম্পর্ক একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরার মানুষের সহায়তা আমাদের আমৃত্যু বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া চেকপোস্ট দিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে যাওয়ার সময় সীমান্তের শূন্য রেখায় সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, এশিয়ান কনফ্লুয়েন্স (সিভিল সোসাইটি) পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে কাজ করে, তাদের আমন্ত্রণে আগরতলা যাচ্ছি। আগরতলার পলো টাওয়ার হোটেলে একটি সভা হবে। সভায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী, ত্রিপুরার মূখ্যমন্ত্রী থাকার কথা রয়েছে। সভায় এই অঞ্চল দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি, মানুষের যাতায়াতের সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়া রেল যোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগে বিনিয়োগ হচ্ছে এগুলো আপডেট করবো। সামনের দিনে আরও কিছু কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের বাজার তৈরি হয়েছে। তাদের ক্রমবর্ধমান উন্নতি হচ্ছে। এটাকে আমাদের বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চাই। এজন্য কানেক্টিভিটির কোনো বিকল্প নেই। সেটার উপায় খোঁজা, দেখা। এ পর্যন্ত দু'পক্ষের সরকার যতটুকু করেছে এটা কতটুকু প্রভাব ফেলেছে সেখান থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে সামনের দিনে কাজ করা। এমন একটি ধারণা নিয়ে যাচ্ছি। বিএসএফ'র আপত্তির কারণে আখাউড়া ইমিগ্রেশন ভবনের নির্মাণ কাজ ৬ বছর ধরে বন্ধ থাকা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আপডেট আছে। শিগগিরই দেখবেন। অপেক্ষা করেন সমাধান দেখবেন।

এসময় মন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন নাঈম রাজ্জাক এমপি, সহকারী বিদেশ সচিব শহিদুল হক, মো. আল আমিনুল ইমাম, পরিচালক স্টেট মিনিস্টার অফিস। ভারতে প্রবেশকালে সীমান্তের শূন্য রেখায় তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ত্রিপুরাস্থ বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার আরিফ মোহাম্মদ। এর আগে তিনি ঢাকা থেকে সড়ক পথে বিকেল ৩টায় আখাউড়া চেকপোস্টে এসে পৌঁছেন। এসময় তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার অংগ্যজাই মারমা, আখাউড়া থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ মো. আসাদুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন আখাউড়া স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) মো. আতিকুল ইসলাম, আখাউড়া ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ স্বপন চন্দ্র দাস প্রমুখ।

সাত সকালে মৃদু ভূমিকম্প পশ্চিমবঙ্গের চার জেলায়

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবার সাত সকালে ভূমিকম্প অনুভূত হল পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায়। উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর, মালদা, এবং শিলিগুড়ির আশেপাশে মাটি কেঁপে ওঠে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎস শিলিগুড়ির থেকে ১৪০ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে, বিহারের পূর্ণিয়ায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। উৎস স্থল শিলিগুড়ি থেকে ১৪০ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে বিহারের পূর্ণিয়ায়। আজ ভোর ৫ টা ৩৫ মিনিট নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পের জেরে বাংলাদেশ এবং নেপালের উত্তরেও অল্পবিস্তর কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ভুমিকপম্পের কারণে কোনও হতাহতের বা ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। এর আগে, মঙ্গলবার ভোর ৬টা ৫০ মিনিটে পশ্চিম নেপালে ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল সেন্টার, কাঠমান্ডুর তরফে জানানো হয়েছে এই ঘটনায় কোন ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তার পর আজ ফের কম্পন অনুভুত হল।

মহারাষ্ট্র: প্রবীণ সমাজকর্মী আন্না হাজারেকে হত্যার হুমকি, পুলিশ সতর্ক

মুম্বই, ১২ এপ্রিল(হি.স.) : প্রবীণ সমাজকর্মী আন্না হাজারে এবার হত্যার হুমকি পেলেন। অভিযোগ জনৈক এক ব্যক্তি শুধু তাঁকে হত্যার হুমকি দেন নি, বরং হুমকি দেওয়া ব্যক্তি তারিখও ঘোষণা করেছেন। তথ্যমতে, আহমেদনগর জেলার নিপানি বারগাঁওয়ের বাসিন্দা কৃষক সন্তোষ গাইধনে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রবীণ সমাজকর্মী আন্না হাজারেকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছেন। এই হুমকির পর সতর্ক হয়ে গেছে আহমেদনগর পুলিশ। আন্না হাজারের সমর্থকরা হুমকিদাতা সন্তোষ গাইধনের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন।

সন্তোষ গাইধনের জমি আহমেদনগর জেলার শ্রীরামপুর তহসিলে অবস্থিত নিপানি বাদগাঁওয়ে। সন্তোষ গাইধনে বলেন, তার জমি দখলের জন্য গ্রামের প্রভাবশালীরা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। তাই তিনি (সন্তোষ) আন্না হাজারে সহ সংশ্লিষ্ট দফতর এবং পুলিশ আধিকারিকদের কাছে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর অভিযোগের বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ কারণে তার পরিবারে বর্তমানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গাইধনের মতে, তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে গণআত্মহত্যার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর পাননি। এই কারণে তিনি রালেগড় সিদ্ধিতে গিয়ে ১ মে আন্না হাজারেকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সন্তোষ গাইধনের হুমকির পর আন্না হাজারের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

কর্ণাটকে ভোটের মুখে ধাক্কা খেল কংগ্রেস

বেঙ্গালুরু, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : কর্ণাটকে ভোটের মুখে ফের ধাক্কা খেল কংগ্রেস। বুধবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কর্ণাটকের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন স্পিকার কাগোড়ু থিমাপ্পার মেয়ে ডাঃ রাজনন্দিনী, বিজেপি নেতা এবং কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাননন্দিনী। মেয়ের বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে থিমাপ্পা বলেছেন, 'এই খবর এখন শুনলাম। আমি কখনই ভাবিনি যে সে (ডাঃ রাজনন্দিনী) এমন করবে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এর পেছনে নিশ্চয়ই কিছু আছে। এটা হরতালু হালপ্পার (বিজেপি নেতা) কৌশল হতে পারে। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। আমি সর্বদা কংগ্রেসের

পক্ষে থাকব, আমি কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করব।' এদিকে, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর ডাঃ রাজনন্দিনী বলেছেন, 'আমি আশা করেছিলাম তাঁরা (কংগ্রেস) আমাকে বুঝবে এবং আমাকে টিকিট দেবে, কিন্তু আমি সুযোগ পাইনি। তাঁরা (বিজেপি) আমাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে এবং আমি দলের জন্য কাজ করব। আমি একজন কর্মী, আমি যে কোনও জায়গায় কাজ করতে পারি।'

ভূমিকম্পে কাঁপল বিহার

পাটনা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বিহারের আরারিয়া জেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। বুধবার ভোর ৫.৩৫ মিনিট নাগাদ মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় বিহারের আরারিয়া জেলায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার ভোর ৫.৩৫ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় বিহারের আরারিয়া জেলায়।

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং থেকে ১৫৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, ঝাড়খণ্ডের দেওঘর থেকে ১৭৫ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল, ভূপৃষ্ঠের ১৯ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল উপকেন্দ্র। ২৫.৯৮ অক্ষাংশ ও ৮৭.২৬ দ্রাঘিমাংশ। মৃদু তীব্রতার ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

মিড ডে মিল নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা ১২ এপ্রিল (হি. স.) : একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে তোলপাড় রাজ্য। শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে রোজই নতুন নতুন খবর সামনে আসছে। এই অবস্থায় আরও এক দুর্নীতির খবর এল প্রকাশ্যে। যা ঘিরে অস্বস্তিতে তৃণমূল সরকার।

এ বার মিড ডে মিল নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। ২০২২ সালে মাত্র ছ''মাসের মধ্যে মিড ডে মিল নিয়ে অন্তত ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। বলা হয়েছে, গত বছর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই বিপুল টাকার দুর্নীতি হয়েছে। হিসেব চাইলে ১৬ কোটি অতিরিক্ত মিড ডে মিল দেখানো হয়।

শিক্ষামন্ত্রকের প্যানেল পেশ করা রিপোর্টে দাবি করেছে, গতবছর প্রথম দুই অর্থবর্ষে রাজ্যের তরফে ১৪০ কোটি ২৫ লক্ষ মিড ডে মিলের রিপোর্ট পেশ করা হয়। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের রিপোর্টে ১২৪ কোটি ২২ লক্ষ মিড ডে মিলের উল্লেখ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পোষণ যোজনায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৬ কোটি মিড ডে মিল কম দিয়ে ১০০ কোটি টাকা বেশি খরচ দেখানো হয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এ সম্পর্কে টুইটারে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গে চলমান সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির মধ্যে একটি হল রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের মিড ডে মিল বা পিএম পোষন তহবিলের পদ্ধতিগত অপপ্রয়োগ এবং অপব্যবহার। আমি এই বিষয়ে মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কে একটি চিঠি লিখেছি।

তাঁর গঠিত একটি যৌথ পর্যালোচনা মিশন পশ্চিমবঙ্গে দুপুরের খাবারের প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে। সে সময় দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২২-এর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১৬ কোটি মিড ডে মিলের ১০০ কোটি টাকার রিপোর্ট করেছে। সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।"

আজ পটনার বিধায়ক-সাংসদ আদালতে রাহুল গান্ধীর হাজিরা

পটনা, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : মোদী পদবি নিয়ে মন্তব্য করার কারণে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং সংসদের সদস্যপদ হারান কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। আজ বুধবার পটনার বিধায়ক-সাংসদ আদালতে হাজির হচ্ছেন। রাহুলের বিরুদ্ধে এই মামলাটি ২০১৯ সালে বিজেপির প্রবীন নেতা সুশীল মোদী দায়ের করেছিলেন।

রাহুল এমএলএ-এমপি আদালতে যাবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দিল্লিতে রয়েছেন বিহার কংগ্রেস সভাপতি অখিলেশ প্রসাদ সিং। মনে করা হচ্ছে, যদি রাহুল গান্ধী পটনায় আসেন, তাহলে তিনি সরাসরি বিমানবন্দর থেকে বিধায়ক-সাংসদ আদালতে উপস্থিতি নথিভুক্ত করতে পৌঁছাবেন।

গত ১২ এপ্রিল, এমপি-এমএলএ আদালত রাহুল গান্ধীকে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন জারি করা হয়েছিল। যদিও এই মামলায় জামিন পেয়েছেন রাহুল। এ মামলায় সাক্ষীও রয়েছে পাঁচজন। এর মধ্যে রয়েছেন সুশীল কুমার মোদী স্বয়ং।

দিল্লিতে একমাত্র বিকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: অভিষেক

বাঁকুড়ার, ১২ এপ্রিল (হি স)। বাঁকুড়ার ওন্দা স্টেডিয়ামে সভা করতে গিয়ে বিজেপি ও বিজেপি শাসিত কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েতের নির্বাচনী মঞ্চ থেকেই দামামা বাজালেন লোকসভার। বললেন, দিল্লিতে একমাত্র বিকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সঙ্গে বলেন, "বিজেপি-কে ভোট দিয়ে মানুষ পাপ করেছে। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে জনসভায় বুধবার প্রচুর মানুষের জনসমাগম হয়। বাঁকুড়ার ওন্দাতে অভিষেকের এই সভায় তৃণমূলের বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকরা আসেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা, চন্দ্রকোনা রোড থেকেও জোড়াফুল শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের একাংশ এই সমাবেশে যোগ দেন। বুধবার দুপুরে কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে করে ওন্দা পৌঁছন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের জন্য অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হয় ওন্দা বিডিও অফিস সংলগ্ন মাঠে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। উল্লেখ্য বাঁকুড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে আগেই তৎপর হয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ব্লক স্তরে সাংগঠনিক রদবদল করা হয়েছে। শাখা সংগঠনেও রদবদল করা হয়েছে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে জঙ্গলমহলের জেলা বাঁকুড়ায় ব্যাপক ফল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

পাটনা বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক!

পাটনা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): বোমা হামলার হুমকি পেল বিহারের পাটনা বিমানবন্দর। হুমকি ফোন পাওয়ার পরই পাটনা বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের কর্মীরা পাটনা বিমানবন্দরের সর্বত্রই তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেন। কিন্তু শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।

পাটনা বিমানবন্দরে হুমকি ফোনকে কেন্দ্র করে বুধবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। পাটনা বিমানন্দরে হুমকি ফোন আসতেই সেখানে হাজির হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। গোটা পাটনা বিমানবন্দর খতিয়ে পরীক্ষা করা হয় বম্ব স্কোয়াডের তরফে। যা নিয়ে ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে।

রোজগার মেলা : ১৩ এপ্রিল প্রায় ৭১ হাজার নিয়োগপত্র প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ৭১ হাজার নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাপকের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। ভার্চুয়ালি আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন প্রধানমন্ত্রী। নিয়োগপ্রাপ্তরা ভারত সরকারের বিভিন্ন দফতরের অধীনে বিভিন্ন পদে যোগদান করবেন। এই নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা কর্মযোগী প্রারম্ভের মাধ্যমে নিজেদের প্রশিক্ষণের সুযোগও পাবেন, যা বিভিন্ন সরকারি দফতরে সমস্ত নতুন নিয়োগকারীদের জন্য একটি অনলাইন অভিযোজন কোর্স।

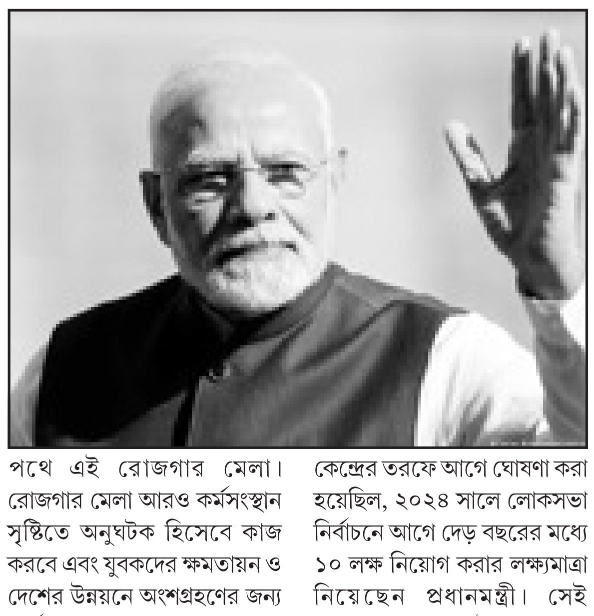

কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে এই রোজগার মেলা। রোজগার মেলা আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এবং যুবকদের ক্ষমতায়ন ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য অর্থবহ সুযোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্রের তরফে আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে আগে দেড় বছরের মধ্যে ১০ লক্ষ নিয়োগ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যপূরণ করতেই রোজগার মেলার উদ্যোগ।

জোর গতিতে চলছে মহিশাসন- শাহবাজপুর রেলপথের নির্মাণ কাজ

।। স্নিগ্ধা দাস।।

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ এপ্রিল (হি.স.) : বহু বছর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকা করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ রেল লাইনের পুনঃসংস্কারের কাজ চলছে জোর গতিতে। মহিশাসন-শাহবাজপুর (বাংলাদেশ)-এর মধ্যে রেল চলাচলের জন্য সীমান্ত জেলার হাজারো মানুষ সেই শুভদিনের অপেক্ষায়। যে গতিতে নির্মাণ কাজ শুরু চলছে, তাতে খুব শীঘ্রই মহিশাসন দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৮ সালে ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে নতুন প্রকল্পের শুভ সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ব্রিটিশ আমলে ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৮ সালে কুমিল্লা-আখাউড়া-কুলাউড়া-বদরপুর (অসমের করিমগঞ্জ জেলান্তর্গত বদরপুর) রেলপথটি চালু করেছিল তৎকালীন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে। এই রেলপথটি ১৯০৩ সালে অসমের লামডিং পর্যন্ত প্রসারিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে রেল সংযোগের জন্য অসম চা রোপণকারী সংঘের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ১৮৯১ সালে বাংলার পূর্ব দিকে একটি রেলপথ নির্মাণ শুরু করে। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার অধুনা কুমিল্লার মধ্যে ১৫০ কিলোমিটার পথ খোলা হয় ১৮৯৫ সালের রেলওয়ে ট্রাফিকে। মহিশাসন রেলওয়ে স্টেশন করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। এটি সীমান্ত রেলওয়ে ট্রানজিট সুবিধা কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিল। দেশভাগের পরও এই স্টেশনটি ছিল জমজমাট। হুইসেল বাজিয়ে ছুটে চলত ট্রেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় মহিশাসন-লাতু রেলে চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তীতে মহিশাসন-শাহবাজপুর (লাতু) রুটটি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর থেকে চালুর কথা থাকলেও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রেলওয়ে ট্রাফিকের অভাবের দরুন তা চালু হয়নি। এই রেললাইন দিয়ে তিনসুকিয়া থেকে চা নিয়ে যাওয়া হত চট্টগ্রাম বন্দরে।

অন্যদিকে শাহবাজপুর রেলওয়ে স্টেশন বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের মৌলভিবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় অবস্থিত। স্টেশনটি ২০০২ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে। শাহবাজপুর বাংলাদেশ সীমান্তের সর্বশেষ স্টেশন। ইংল্যান্ডে গঠিত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি এ দেশে রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব নিলে ১৮৯৫ সালের ১ জুলাই চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা ১৫০ কিমি মিটারগেজ লাইন এবং ১৮৯৬ সালে কুমিল্লা-আখাউড়া-শাহবাজপুর রেলপথ স্থাপন করা হয়। ওই সময় কুমিল্লা-আখাউড়া-শাহবাজপুর লাইনের সর্বশেষ স্টেশন হিসেবে শাহবাজপুর রেলওয়ে স্টেশন তৈরি করা হয়।

জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারত-বাংলাদেশে সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। বর্তমানে জোর গতিতে চলছে তার কাজ। বাংলাদেশে নির্মাণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে কালিন্দি নির্মাণ সংস্থা এবং ভারতীয় দিকে রয়েছে সাধন দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি। দুটিই ভারতীয় নির্মাণ সংস্থা। ২০১৮ থেকে নির্মাণ কাজ শুরু হয় মহিসাশনের।

অন্যদিকে উন্নতীকরণ করা হচ্ছে মহিশাসন বিএসএফ ক্যাম্পেরও। পুরোনো স্টেশন থেকে জিরো লাইন অবধি ২.৮ কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইন সম্প্রসারণ করার কাজ ইতিমধ্যে প্রায় শেষ হওয়ার পথে। নতুন করে স্টেশন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

এই রেলপথ চালু হলে কলকাতার সঙ্গে শিলচরের রেল দূরত্ব অনেকটা কমে যাবে। আগামীতে রেলপথ মণিপুরের ইমফল থেকে মায়ানমার পর্যন্ত সম্প্রসারণ হবে বলে রেলওয়ে সূত্রের খবর। যা ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হবে। মহিশাসন দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ পুনরায় স্থাপিত হলে প্রাথমিক ভাবে গুরুত্ব পাবে পণ্যবাহী ট্রেন। তবে যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য হয়-তো কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে।

বুধবার ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে প্রয়াত সুনীত চোপড়ার স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

পাচার বাণিজ্য বন্ধ করা ও ভাংমুন থানার ওসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। জম্পুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বার্মিজ সুপারি এবং মায়ারমার থেকে গরু প্রতিনিয়ত পাচার হয়ে সেগুলি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। এমনকি প্রতিবেশী বাংলাদেশে সেগুলি বিনা বাধায় পাচার হচ্ছে। আর এই পাচার বানিজ্যে সরাসরি জড়িত জম্পুই পাহাড়ের ভাংমুন থানার ও সি সলোমন রিয়াং - এই অভিযোগ জানিয়ে সোমবার ভাংমুন থানার ওসির বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা এবং বার্মিজ সুপারি মায়ারমার থেকে গরু পাচার বন্ধের দাবিতে সোমবার রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার উদ্যেশ্যে ভাংমুন ব্লকের বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেয় মিজো কনভেনশনসহ পাঁচটি সামাজিক সংগঠন।

বিলেতি মদ সহ আটক এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। মদ বিরোধী অভিযানে বিশেষ সাফল্য অর্জন করলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় বুধবার রাত্রিবেলায় গোপন খবরের ভিত্তিতে দেবদারু বাঙ্গালী পাড়ায় অভিযান চালায় দেবদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশ। দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং এর নেতৃত্বে আজকের এই অভিযান চালানোহয়। এই অভিযানে ১৩ বোতল বিলেতি মদ সহ স্বপন ভৌমিক নামে এক ব্যক্তিকে আটক করলো পুলিশ। এই বিষয়ে দেবদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশ ৬৯ নাম্বারে একটি মামলা গ্রহন করাহয়। জানাযায় দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি এইধরনের অভিযান প্রতিনিয়ত জারী রাখছে। আগামীদিনেও এইধরনের অভিযান জারী থাকবে বলে জানাযায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আধুনিক ও উন্নত ভারতের

● **প্রথম পাতার পর**

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, মধ্যপ্রদেশ সরকার এই বছর ১ লক্ষেরও বেশি সরকারি পদে কর্মী নিয়োগের লক্ষ্য রেখেছে। এই বছরের শেষ পর্যন্ত ৬০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্য রয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলির পরিণাম-স্বরূপ ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে-তে মধ্যপ্রদেশ শিক্ষায় উৎকর্ষের ক্ষেত্রে অনেক বড় উল্লম্ফন দিয়েছে। ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে র‍্যাঙ্কিং — এ মধ্যপ্রদেশের স্থান ১৭ থেকে পৌঁছে গেছে ১২ নম্বরে। কোনও রকম চিৎকার-চেঁচামেচি না করে, বিজ্ঞাপনে খরচ না করে চুপচাপ এহেন সাফল্যের জন্য সমর্পণ চাই, সাধনা চাই, শিক্ষার প্রতি ভক্তিভাব চাই। আমি মধ্যপ্রদেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকারকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য আর এই মৌন সাধনার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই।

স্বাধীনতার অমৃতকালে দেশ অনেক বড় বড় লক্ষ্য আর নতুন নতুন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়নের জন্য যত উন্নয়নযজ্ঞ হচ্ছে, তা আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আজ যে গতিতে পরিকাঠামো নির্মাণের গতি ও মাত্রা বেড়েছে, তা থেকেও কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন কয়েকদিন আগেই ভোপাল থেকে দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হয়েছে। এই ট্রেন চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন পেশার মানুষ ও ব্যবসায়ীরা যেমন সুবিধা হবে, তেমনই পর্যটনও উৎসাহিত হবে। 'এক স্টেশন, এক পণ্য' এবং 'এক জেলা, এক পণ্য' এরকম অনেক প্রকল্পের মাধ্যমে আজ স্থানীয় পণ্য দেশের অনেক দূরদূরান্ত এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছে। এই সকল প্রকল্প সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি, মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষরা লাভবান হচ্ছেন, স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। সরকার নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারতের স্টার্টআপ বাস্তু ব্যবস্থাতেও কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ তৈরি করেছে।

কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভরতাকে উৎসাহ যোগাতে সরকার দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণের জন্য সারা দেশে 'কৌশল বিকাশ কেন্দ্র' চালু করে তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। এ বছরের বাজেটে ৩০টি স্কিল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলিতে যুবসম্প্রদায়কে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই বছরের বাজেটে পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কারিগরদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, তাঁদের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে যে হাজার হাজার শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের আমি একটি কথা বলতে চাই। আপনারা নিজেদের জীবনের গত ১০-১৫ বছরের দিকে তাকান। আপনারা দেখবেন, যাঁরা আপনাদের জীবনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে আপনাদের মা ও শিক্ষক অবশ্যই রয়েছেন। আপনাদের হৃদয়ে তাঁদের যে আসন, আপনার প্রিয় শিক্ষক আপনার হৃদয়ের যে স্থানে রয়েছেন, আপনাদেরকেও নিজেদের ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ে তেমন স্থান করে নিতে হবে। একথা সর্বদা মাথায় রাখতে হবে যে, আপনাদের শিক্ষা শুধু দেশের বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ-কেও গড়ে তুলবে। আপনাদের প্রদত্ত শিক্ষা শুধু একজন শিক্ষার্থীর মনে নয়, গোটা সমাজের পরিবর্তন আনতে সক্ষম। আপনারা যে মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তা শুধু আজকের প্রজন্মের জন্য নয়, বরং আগামী কয়েক প্রজন্মের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শিশুদের শিক্ষা এবং তাঁদের সম্পূর্ণ উন্নয়নের জন্য আপনারা সর্বদাই সমর্পিত প্রাণ হয়ে থাকবেন। আরেকটি কথা আমি সর্বদাই নিজের জন্য বলি। আমি প্রায়শই বলি যে, আমি আমার অন্তরের শিক্ষার্থীকে কখনও মরে যেতে দেবো না। আপনারাও নিজেদের অন্তরের শিক্ষার্থীকে সবসময় জাগ্রত রাখবেন, সর্বদা সচেতন রাখবেন। আপনাদের অন্তরের শিক্ষার্থীই আপনার জীবনকে অনেক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। আরেকবার আপনাদের সকলকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক শুভকামনা।

রোগীরা

● **প্রথম পাতার পর**

হবে। চিকিৎসকদের পরামর্শ এসব বিষয়ের সতর্ক না হলে রোগ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রচন্ড গরমে বয়স্ক লোকদের দুপুরে না বেরোনোর পরামর্শই দিলেন চিকিৎসকরা। কারণ প্রচন্ড গরমে সান স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট। জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক ডক্টর কল্যাণ দেবনাথ বলেন এখন হাসপাতালে বেশিরভাগ রোগী আসছেন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ নিয়ে। হৃদরোগ ব্রেনস্টোক এবং উচ্চ রক্তচাপ কিডনির সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগের সংখ্যাই বেশি। বহি বিভাগের পাশাপাশি অন্তবিভাগীও এখন এই রোগীর সংখ্যার ভিড় বেশি। তবে জিবি হাসপাতালে চেয়ে চেয়ে আইজিএম হাসপাতাল এখন ভাইরাল ফিভার রোগের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। মূলত এই ধরনের ফিভার সাত দিনের বেশি থাকে না বলেও চিকিৎসকদের অভিমত। তবে তাপমাত্রা বেশি থাকে গা হাত ব্যথা করে বমি বমি ভাব গলা ব্যথা ঢোক গিলতে কষ্ট এই ধরনের উপসর্গ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া খুবই জরুরী। এছাড়া মুখে মাক্স ব্যবহার এবং আক্রান্তদের থেকে দূরে থাকা। কারণ ভাইরাল ফিভার ছোযা ছে রোগ। অতিরিক্ত গরম থেকে মুক্তি পেতে ঠান্ডা পানীয় না খাওয়া। প্রয়োজন না হলে ঠান্ডা ঘরে না থাকে। প্রচন্ড রোদে বাইরে না বেরোনোই ভালো। বাইরে থেকে এলে ভালো করে হাত মুখ সাবান দিয়ে ধোয়া। বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করা। এই সব কিছু মেনে চললে ভাইরাল ফিভার থেকে অনেকটাই মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে চিকিৎসকদের বক্তব্য। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে ঠান্ডা পানীয় বা ঠান্ডা জিনিস না খাওয়াটাই এই সময়ে জন্য উপযুক্ত নয় এমনটাই বললেন শিশু বিশেষজ্ঞ ডা তপন দাস। তাই সুস্থ থাকতে হলে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া প্রত্যেকেরই উচিত এটাই চিকিৎসকদের বক্তব্য।জিবি হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ কনক চৌধুরী এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বলেন, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ৩-৪ লিটার জল সারাদিনে খাওয়া প্রয়োজনে। খাওয়াতে ভাতের পরিমান কমিয়ে সবজি, ডাল, ফল খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

করা ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য হবে আনুমানিক এক লক্ষ টাকা বলেই জানান এন সিসি থানার ওসি।

বিশালগড়

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটেছে। তাতে, বিকাশ দাস, বিশু দাস এবং সুব্রত দাসের মুদি দোকান, দীনেশ দাসের ফলের ও সঞ্জীব পাটারির চায়ের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু, ওই পাঁচটি দোকান রক্ষা করা যায়নি। জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, আগুনের সূত্রপাত খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যদিকে, বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় চড়িলাম ছেচরিমাই হাই স্কুলের আগুনের লেলিহান শিখা নজরে পড়ে স্থানীয়দের। খবর দেয়া হয় দমকল বাহিনীকে। বিশালগড় বিশ্রামগঞ্জ মেলাঘর থেকে ছুটে যায় দমকল বাহিনী। দমকলের ছয়টি ইঞ্জিন কাজে লাগানো হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা স্কুলে। পুড়ে ছারখার হয়ে যায় স্কুলের আটটি ঘর। আসবাবপত্র নথিপত্র কিছুই রক্ষা করা যায়নি। টিনের ছাউনি বিশিষ্ট পাকা ঘর ছিল। স্কুলের কম্পিউটার রুমে আগুনের সূত্রপাত বলে জানান স্থানীয়রা। মুহুর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা স্কুলে। আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের পাশেই এই স্কুল। সন্ধ্যা রাতে স্কুলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বিজেপির জেলা সহসভাপতি অমল দেবনাথ সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছুটে যান। স্কুলের ছাত্র এবং অভিভাবকরা ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের সামনে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে।

স্বামীর

● **প্রথম পাতার পর**

গেছিলেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসকরা তাঁকে টেপানিয়া হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানেও চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু, চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তিনি জানান, ওই ঘটনায় মৃতের ভাই জামাতার বিরুদ্ধে সাব্রুম থানায় খুনের মামলা করেন। পুলিশ ওই মামলায় অর্জুন মুন্ডাকে গ্রেফতার করে এবং তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক প্রবাল দেব তদন্ত শেষে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৪৯৮(এ) এবং ৩০২ ধারায় আদালতে চার্জশিট জমা দেন। ওই মামলায় আদালত ১৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ বিক্রম মুন্ডা স্ত্রী হত্যায় দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে।

মুখ্যমুন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

যাচ্ছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এই কর্মসূচিতে দেখা করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে সেই ব্যক্তিকে স্ব-শরীরে বা চিঠির মাধ্যমে দেখা করার কারণ সহ নিজ ফোন নাম্বার সম্বলিত আবেদনপত্র সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে জমা দিতে হবে। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে দেখা করার নির্দিষ্ট স্থান এবং সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।

বামুটিয়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

বিয়ের প্রলোভন দিয়ে এই নাবালিকাকে তার বাড়িতে এনে রেখেছিল। পুলিশ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ি থেকে এই নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর মেয়েকে বিয়ে করার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছিল লম্পট তপন সরকার। যদিও পুলিশ সঠিক সময়ে এদিন এই নাবালিকাকে উদ্ধার না করতো তাহলে তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো থেকে আটকানো প্রায় অসম্ভব ছিল বলা যায়।

খুনের

● **প্রথম পাতার পর**

সেই ফুটেজটি স্পষ্ট না হওয়ার কারণে কৃষ্ণ ঘোষকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের পর জানা যাবে কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

লেফুঙ্গায়

● **প্রথম পাতার পর**

হাসপাতালে। আক্রমণে কারুর মাথা ফেটেছে।আবার কারোর হাত ভেঙে গেছে। অভিযোগকারী দাবি পুলিশ সঠিক তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

অসমের ২,১১৪টি বিহু সমিতিকে ১.৫ লক্ষ টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের ২,১১৪টি বিহু সমিতিকে রাজ্য সরকারের তরফথেকে ১.৫ লক্ষ টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিকমা বিভাগ কর্তৃক শীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেতের মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আজ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে এককালীন অর্থ সাহায্য বিতরণ করেছেন।

অর্থ সাহায্য বিতরণ করে আনন্দিত মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত বছর থেকে বিহু সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য পদান করা হচ্ছে। সরকারি এই প্রকল্প রাজ্যের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র)-দের সংস্কৃতি, আস্থার সুরক্ষা ও শক্তিশালী করতে আমাদের দৃঢ় সংকল্পের এক পকাশ বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আশাবাদী, আমার সরকারের এই পদক্ষেপে নির্বাচিত বিহু সমিতিগুলি অসমের বর্ণিল সাংস্কৃতিক ক্ষেতে বিহুর গুরুত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মানজনকভাবে আয়োজন করতে সহায়তা করবে।'

এদিকে মদ্যপান থেকে বিহু কমিটির কর্মকর্তাদের দূরে থাকতে অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিহু মণ্ডপের ২০০ থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে কেউ মদ খেতে পারবে না। মদ খেয়ে বিহু মণ্ডপ বা অনুষ্ঠানস্থলের আশপাশেও কেউ আসতে পারবে না। একান্তই যদি মদ খেতে হয়, তা-হলে ঘরে খান, বলার কিছুই নেই। মদ খেয়ে ঢলং-পলং করে মঞ্চে উঠলে খারাপ দেখায়।'

তিনি বলেন, 'মদ খেতে আমরা বাধা দেব না। মদের দোকান আমরাই দিয়েছি। তবে মদ খাওয়া থেকে বিহু কমিটির কর্মকর্তাদের দূরে থাকা দরকার। বিহু আমাদের মাথার মণি। তাই এই কয়দিন তা থেকে দূরে থাকুন সকলে।'

বিহু সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আজ আরও এক ঘোষণা করেছেন। বলেন, ৩১ বৈশাখ পর্যন্ত বিহুর অনুষ্ঠান পালন করা যাবে। ১ জ্যৈষ্ঠ থেকে কোনও অবস্থায় বিহুর অনুষ্ঠান চলবে না। তবে অন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে, কিন্তু বিহুর জন্য অনুমতি দেবে না পশাসন, বার্তা মুখ্যমন্তীর।মুখ্যমন্তী বলেন, 'বিহু কমিটিগুলি চাঁদার নামে টাকা-পয়সা না নিয়ে হুঁচরি গাওয়ার ব্যবস্থা করুন। কম করেও ৫০ ঘরের মানুষের বাড়ি গিয়ে হুঁচরি গান গাওয়া যেতে পারে। এতে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর মমতা লাভ হবে।' চাঁদা সংস্কৃতিকে খতম করতে হবে বলে মন্তব্য করে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'এই সংস্কৃতি আমাদের জাতির জন্য সবচেয়ে বড় বদনাম। গামোচা নিয়ে জাতিকে আগে রেখে কারও কাছে হাত পাতা উচিত নয়।'তিনি জানান, আগামী বছর থেকে রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে পতীকী রূপে সাত বিহু অনুষ্ঠিত হবে। আজকের অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিকমা দফতরের মন্ত্রী বিমল বরা, সাংসদ কুইন ওজা, কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং, বিধায়ক ড. পরমানন্দ রাজবংশী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শীতলকুচি কাণ্ডে ৬ সিআইএসএফ জওয়ানের আগাম জামিন মঞ্জুর

জলপাইগুড়ি, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : শীতলকুচি কাণ্ডে ছ'জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের আগাম জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ।

নির্বাচনের সময় গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত হয় ছ'জন কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ান। এরপরই আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দারস্থ হন তাঁরা। বুধবার তাঁদের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে উচ্চ আদালত। সেদিনের গুলি চালানোর ঘটনায় সিআইএসএফ-এর হাত থাকার প্রমাণ না মেলায় আগান জামিন মঞ্জুর করা হয়।

বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শীতলকুচির জোড়পাটকি ১২৬ নম্বর বুথ। সেই বুথে সিআইএসএফের বিরুদ্ধে গুলি চালনার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় ৬ সিআইএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে সমন জারি করে কোচবিহার আদালত। শীতলকুচি গুলিকাণ্ড নিয়ে বহু চাপানউতোর হয়েছে। একপক্ষের দাবি, বুথে গন্ডগোলের ঘটনায় অতি সক্রিয় ছিল সিআইএসএফ। গুলি চালনার মতো তেমন কিছু ঘটেনি।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি ছিল, তাঁদের উপরে হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা। আত্মরক্ষার্থেই গুলি চালাতে হয়। ঘটনার জল গড়ায় বহুদূর। তদন্ত শুরু করে সিআইডি। ঘটনার সময়ে সিআইএসএফের এক কর্তা সহ বেশ কয়েকজন জওয়ান উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যেই সেইসময় কোচবিহারের এসপি, মাথাভাঙার আইসিকে জেরা করেছে সিআইডি। এর পাশাপাশি জিজ্ঞাসবাদের জন্য ৩ বার ওই ৬ জনকে ডেকে পাঠায় সিআইডি।

রাজু ঝা খুনে আব্দুল লতিফকে নোটিস দিল এসআইটি

পূর্ব বর্ধমান, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : রাজু ঝা খুনের ঘটনায় আব্দুল লতিফকে নোটিস দিল সিট। বুধবারই তাঁর বাড়িতে নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন রাজুর সঙ্গে একই গাড়িতে ছিলেন লতিফ। সেই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই লতিফের ওপর সন্দেহ বাড়ে।

এবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে নোটিস দিয়ে এল সিটের তদন্তকারীরা। খুনের ঘটনায় সাক্ষী হিসেবে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬০ ধারায় এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার কামনাশিস সেনের নেতৃত্বে ১২ জন সদস্যকে নিয়ে এই সিট গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি সাংসদ অর্জুন সিং রাজু খুনে আব্দুল লতিফের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই ঘটনা একেবারে পরিকল্পনামাফিক হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন অর্জুন। তাঁর দাবি এই খুনের ঘটনায় লিঙ্কম্যান হলেন আব্দুল লতিফ। লতিফ যেহেতু পলাতক, তাই তাঁকে ঘিরে সন্দেহ বাড়ছে বলে মন্তব্য করেন ব্যারাকপুরের সাংসদ। প্রসঙ্গত, গত ১ এপ্রিল পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে গুলি করে খুন করা হয় কয়লার কারবারি রাজেশ ওরফে রাজু ঝাকে। অভিযোগ, ল্যাংচা হাবের সামনে একেবারে সামনে থেকে গুলি করা হয়েছিল তাঁকে। পরে সামনে আসে একটি সিসিটিভি ফুটেজ। তবে সেখানে দেখা যাচ্ছে, একজন হলুদ জামা পরা যুবক এগিয়ে আসেন। সাদা এসইউভি গাড়িটির সামনে, যে গাড়িতে ছিলেন রাজু ঝা। গাড়ির সামনের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গুলি চালালেন। এরপরই বেরিয়ে গেলেন ঘটনাস্থল থেকে। এই খুনের ঘটনায় ১২ সদস্যের সিট গঠন করা হয়েছে।

চান্নিকে তলব করল ভিজিল্যান্স ব্যুরো, এই প্রথম হাজির হচ্ছেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

চন্ডীগড়, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : আয় বহির্ভূত সম্পদের মামলায় পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা চরণজিৎ সিং চান্নিকে তলব করল পঞ্জাব ভিজিল্যান্স ব্যুরো। চান্নিকে বুধবার ব্যুরোর মোহালি অফিসে হাজির হতে বলা হয়েছে। চান্নি আয়ের উৎসের তুলনায় অসম পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করেছেন, এই তদন্ত করছে ভিজিল্যান্স ব্যুরো।

গত মাসে চান্নির বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি করা হয়, দেশ ছাড়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই প্রথম তিনি ব্যুরোতে হাজির হচ্ছেন।

জমির অভাবে মুখ থুবড়ে, আসানসোল-দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চলে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর কাজ, উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর

দুর্গাপুর, ১২ এপ্রিল (হি. স.) শহরে যখন জবরদখল বাড়ছে। তখন জমির অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানের কাজ। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে। জমি ও আবাসনের অভাবে, ওই প্রকল্পের পরিষেবা একপ্রকার অনিশ্চিয়তার মুখে পড়েছে শিল্পাঞ্চলবাসী। আর তাই নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর।

পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ীর কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার গ্রামের পর শহরাঞ্চলেও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। সেই মত পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের নির্দেশিকা অনুসারে পুরসভা এলাকায় কয়েক বছর ধরে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এলাকায় স্বাস্থ্য ও উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র করা হচ্ছে। যাতে এলাকার মানুষ বাড়ির কাছেই উন্নত চিকিৎসার পরিষেবা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকেন। ওই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা থাকবেন। সেখানে শিশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রসূতি ও গর্ভবতীদের চিকিৎসা ও ডায়াবিটিস, যক্ষ্মা, চোখ ও কানের সমস্যা সহ একাধিক সংক্রামক ও অসংক্রামক নানা রোগের মৌখিক পরামর্শ সহ চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

টেলি মেডিসিন সুবিধা থাকবে। ল্যাব সুবিধা থাকবে না। জানা গেছে, আসানসোল পুরসভা এলাকায় আর্বান প্রাইমারি হেল সেন্টার২৬ অনুমোদন পেয়েছিল। ২৬ টি কেন্দ্র তৈরী হয়েছে। দুর্গাপুর পুরসভা এলাকায় ১৩ টি"র মধ্যে ১২ টি কেন্দ্র চলছে। একইরকমভাবে আসানসোল পুরসভা এলাকায় আর্বান হেল ওয়েল সেন্টার বা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর জন্য ৭৮ টি অনুমোদন পেয়েছে। যার মধ্যে ৪ টি কেন্দ্র তৈরী হয়েছে। দুর্গাপুর পুরসভা এলাকায় ৩৮ টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার অনুমোদন পেয়েছে। এক একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবন ও পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ৩৫ লক্ষ টাকা থেকে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান রয়েছে। এছাড়াও মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে বাড়ি বা আবাসন ভাড়া নিয়েও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু পুরসভা এলাকায় রাজ্য সরকারের ফাঁকা জমি না মেলায় থমকে ওই প্রকল্পের কাজ। এখনও পর্যন্ত ৫ টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে দুটি কেন্দ্র বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলছে। প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে জমি ও আবাসনের প্রয়োজন। সম্প্রতি তার জন্য জেলা ও মহকুমা প্রশাসন পুরসভায় একটি বৈঠক করেন। সেখানে ডিএসপি, ডিভিসি, ডিপিএল ও এডিডিএ কর্তৃপক্ষ সামিল ছিলেন। জমি ও আবাসনের জটিলতা নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন। রাজ্য সরকারের জমির অভাবে থমকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রকল্পের পরিষেবা। সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ করতে দুর্গাপুর পুরসভার দাবি, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (ডিএসপি), দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি), ডিপিএল ও এডিডিএ কর্তৃপক্ষের আওতাধীনে শিল্পাঞ্চলের অধিকাংশ জমি।

াঙ্গন

তৃষা, লক্ষীর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে টানা জয়ে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়

নন্দননগর:- ১২৮/৫(২০) বিদ্যাসাগর:- ১২৯/২(১৪.৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ও এগুচ্ছে দারুন গতিতে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত পশ্চিম জোনাল অনূর্ধ ১৭ আন্ত: স্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। পরপর চার ম্যাচে জয়ী হয়ে বিদ্যাসাগর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এখন চ্যাম্পিয়নেরও দাবিদার। চতুর্থ ম্যাচে আজ, বুধবার বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় ৮ উইকেটের ব্যবধানে নন্দননগর স্কুলকে পরাজিত করেছে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় বেলার ম্যাচে টস জিতে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে নন্দননগর স্কুল দল সীমিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে তৃষা ছেত্রীর ৩৫ রান উল্লেখযোগ্য। তবে অতিরিক্ত হিসেবে ৬৬ রান না পেলে নন্দননগর স্কুল দল আরও আগেই হেরে যেতো। বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের পুনমদিতা দেবনাথ, তৃষ্ণা দাস ও লক্ষ্মী দেবনাথ একটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিদ্যাসাগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বালিকারা ১৪.৩ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার তৃষা দাস সাত রানে এবং দলনেত্রী স্নেহা দেবনাথ নয় রানে পেভিলিয়নে ফিরলেও তৃষা দেবনাথ ও লক্ষী দেবনাথ জুটির অনবদ্য ব্যাটিং দলকে দ্রুত জয় এনে দেয়। তৃষা দেবনাথ ৪৫ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৬৩ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। লক্ষ্মী অপরাজিত ছিল ২০ রানে। অতিরিক্ত হিসেবে প্রাপ্ত ৩০ রানও তাদের কিছুটা কাজে এসেছে। নন্দননগর স্কুলের পূর্ণিমা দেবনাথ ও দেবিকা নমঃ একটি করে উইকেট পেয়েছে।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে আজও সাত মাঠে ৭ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। বুধবার দিনটাও কাটলো বিরতির দিন হিসেবে। আগামীকাল অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে পুনরায় ৭ মাঠে সাতটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মোহনপুর স্কুল মাঠে সদর-এ দল খেলবে মোহনপুরের বিরুদ্ধে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে খোয়াই খেলবে বিশালগড়ের বিরুদ্ধে। শান্তিরবাজার মাঠে সাব্রুম ও সোনামুড়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সাব্রুমে খেলবে শান্তিরবাজার, উদয়পুরের বিপক্ষে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে কৈলাশহর ও সদর-বি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। কৈলাশহরের আরকেএম মাঠে ধর্মনগর খেলবে কমলপুরের বিরুদ্ধে। তাছাড়া, আর কে আই মাঠে লংতরাইভ্যালি খেলবে গন্ডাছড়ার বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ১৯ টি মহকুমা দলের মধ্যে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে ২২টি ম্যাচের শেষে গ্রুপ-এ থেকে সদর-এ, গ্রুপ বি থেকে শান্তিরবাজার, গ্রুপ সি থেকে সদর-বি এবং গ্রুপ ডি থেকে গন্ডাছড়া সেমিফাইনালের লক্ষ্যে এগিয়ে রয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের শেষে একাধিক দল শেষ চারে খেলা নিশ্চিত করে নিতে পারবে। বলা বাহুল্য, বিরতির দিন পেলেও জুনিয়র ক্রিকেটাররা কিন্তু বিশ্রামে কাটায়নি। নিজ নিজ মাঠে প্রয়োজনীয় অনুশীলন করে আগামীকাল নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার জন্য প্র্যাকটিস করে নিয়েছে। একদিকে ভালো খেলা, অপরদিকে স্পটারদের নজর কাড়া-ই হচ্ছে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী উদীয়মান ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্য।

NOTIFICATION

The Tripura Electrical Licensing Board (TELB) is going to conduct interview as per following schedule for awarding the **License to Electrical Contractors** for the year **2023 (1st spell)** as per Tripura Electrical Licensing Procedure (TELP)-2019. The venue of interview is **Electrical Inspectorate, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura.**

DATE OF INTERVIEW	CATEGORY	ROLL NO.	10.30 AM to 1.00 PM	2.00 PM to 4.30 PM
03/05/2023	LICENSE TO ELECTRICAL CONTRACTORS	TELB/LC-2023/01-30	01-15	15-30
04/05/2023		TELB/LC-2023/31-58	31-45	46-58

If in any case under involuntary situation interview couldn't be conducted on the scheduled date and time, the interview of that very day will be conducted on **06/05/2023.** The admit card of all the candidates appearing may be collected from Electrical Inspectorate, Gurkhabasti w.e.f **17/04/2023 to 28/04/2023** from **11.00 AM to 4.00 PM.**

11.04.23
(Buddha Jamatia)
Electrical Inspector
(Ex-Officio Secretary, TELB)
Agartala, Tripura (W)

ICA/D-53/23

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-II/EE/RD/STB/2023-24, Dated-11/04/2023

On behalf of the 'Govemor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form no-7 up to 2:00 P.M, on 19/04/2023 for 01 (One) no Construction work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8787480265. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

ICA/C-132/23

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:-01/EE/WRD-I/2023-24. Dated:-10/04/2023.

The Executive Engineer, W.R. Division No. 1, Kunjaban, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', sealed percentage rate tender (s) from enlisted Contractors/ Firms/ Agencies / of PWD / TTAADC in appropriate class and also from the Contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other state PWD in Form 7(seven) upto 3.00 P.M on 26/04/2023 for the following work. Tender may likely to be opened on the same day at 3.30 P.M., if possible.

SL No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIT No. 01/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs. 1,21,655.00.	Rs. 2,433.00	1(One)month.
2	DNIT No. 02/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs. 4,99,458.00,	Rs. 9,989.00	3(Three)months.
3	DNIT No.03/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs. 1,29,754.00	Rs.2,595.00	3(Three)months.
4	DNIT No. 04/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs. 1,26,525.00	Rs. 2,531.00	3(Three)months.
5	DNIT No. 04/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs.1,28,787.00	Rs.2,576.00	3(Three)months.

The Last date and Time for receipt of application for issue of tender form is on 19/04/2023 upto 4.00 PM & Last date of Issue of tender form is on 25/04/2023 upto 4.00 PM. And last date of dropping of tender form is on 26/04/2023 upto 3.00 PM. The tender will be opened on the same day at 3.30 PM if possible.
For details please visit at Website: www.tenders.gov.in and/or www.tripurainfo.com
Publication in 3 (three) nos. local daily News paper.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
(Er. Pankaj Kumar Raha)
Executive Engineer
W.R. Division No. 1
Kunjaban, Agartala

ICA/'C-126/23

NOTICE INVITING e-TENDER
PNIe-T No. 01/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated : 05/04/2023.

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the sGovernor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) of Lift/Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider or the firm having license/authorization issued by Government for maintenance of lifts or any reputed firm having specified experience in maintenance of lifts for the following works:

SL.NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	**Comprehensive Annual Maintenance Contract for 01(One) No. lift of 13(Thirteen) Passenger (884 kg) capacity passenger elevator up to G+3 level at Multi storied Court Building of Addl. District & Sessions Judges Court, Khowai, Tripura (2nd call).** DNIeT No.112 /EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT /2022-23.	₹ 5,66,899.00	₹ 11,338.00	1095 (One Thousand & Ninety Five) Days	Up to 15.00 Hrs on 26/04/2023.	At 15.30 Hrs on 26/04/2023.

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://uipuratenders.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

ICA/C-120/23

কৃষ্ণকমলের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে প্রথম জয়ের স্বাদ ইউ.বি.এস.টি-র

ইউবিএসটি-১৫৯/৯ সংহতি-১৪৩/৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইউনাইটেড বিএসটি। অপরদিকে ক্রমাগত পরাজয়। আর তাতে দিশেহারা সংহতি ক্লাবের কর্তারা। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কেনও পরাজয় তা নিয়েও পর্যালোচনা বৈঠকে বসছেন সংহতির কর্তারা, ক্লাব সূত্রে এমনই খবর। বুধবার সংহতি পরাজিত হলো ইউ বি এস টি-র বিরুদ্ধে। ১১ রানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউ বি এস টি প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান করে। দলের পক্ষে কৃষ্ণ কমল আচার্য ৪৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২, সৌরভ যাদব ৮ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭, মনোজিৎ দাস ৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং ধৃতিমান নন্দী ২৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। সংহতির পক্ষে রাজেশ সাহা (৩/১৩), অভিজিৎ দে (২/৩০) এবং শাহরুখ হুসেন (২/৩৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে সংহতি ১৪৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সপ্তজিৎ দাস ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, অমিত আলি ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং অভিজিৎ দে ১৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ইউ বি এস টি-র মনোজিৎ দাস (৩/১৬) এবং কৃষ্ণ কমল আচার্য (২/১৭) সফল বোলার। কৃষ্ণ কমল পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার নতুন কমিটি গঠন ১৭ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন হতে যাচ্ছে। আগামী ১৭ এপ্রিল সংস্থার সভাপতি নতুন কমিটি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন বলে খবর রয়েছে। সংস্থার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রতন সাহা প্রেরিত এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন প্রায় দুই মাস আগে শহর থেকে দূরে কোনও এক জায়গায় দু-তিনজন ব্যক্তিবর্গ মিলে ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে প্রচার করেছিল। বিষয়টা আদৌ সঠিক নয় বলে তিনি জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে যাঁদেরকে কমিটিতে রাখা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পদত্যাগ করেছেন। সভাপতি জীষ্ণু দেব বর্মন, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রতন সাহা, উপদেষ্টা কল্যাণী রায়, কোষাধ্যক্ষ রূপক সাহা প্রমুখ কেউ এ বিষয়ে অবগত নয় বলে তিনি জানিয়েছেন। ফলস্বরূপ সভাপতির নির্দেশানুক্রমে আগামী ১৭ এপ্রিল নতুন কমিটি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

এদিকে, খেলা সামগ্রী উৎপাদক হিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন ইয়োনেক্স কোম্পানির পক্ষ থেকে ব্যাডমিন্টনের রেকেট সহ অন্যান্য খেলার সামগ্রী মহাকুমার অ্যাসোসিয়েশন গুলির মধ্যে বিতরণ করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। ইতিমধ্যেই অনেক সামগ্রী পৌঁছে গেছে। ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে খেলোয়ার ও উপযুক্ত সংগঠনকে আর্থিক সাহায্যেরও পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সায়ন্তিকার হাত ধরে টানা জয় বড়দোয়ালির

বড়দোয়ালি-১৩৪/৩ আ: রাইফেলস-১২০/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। আবার ব্যাটে-বলে দাপট দেখালো সায়ন্তিকা নম:দাস। সায়ন্তিকার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে টানা দ্বিতীয় জয় পেলো বড়দোয়ালি কুল। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের আন্ত:স্কুল টি-২০ ক্রিকেটে। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বুধবার বড়দোয়ালি স্কুল ১৪ রানে পরাজিত করে আসাম রাইফেলস স্কুলকে। প্রথমে ব্যাট হাতে ৪৯ রান করার পর বল হাতে ২ উইকেট নিয়ে বড়দোয়ালি স্কুলকে জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেয় সায়ন্তিকা। সঙ্গত: কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় বড়দোয়ালি স্কুলের ওই অলরাউন্ডারটিকে।

প্রায় প্রতি ম্যাচেই ভালো খেলে চন্দন দেববর্মার দলের ওই বালিকা ক্রিকেটারটি নির্বাচকদের নজর কেড়ে নেয়।

এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বড়দোয়ালি স্কুল নির্ধারিত ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান করে। মাত্র ২২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে দল যখন খাদের কিনারায় তখনই ব্যাট হাতে শায়ন্তিকার সঙ্গে রুখে দাড়ায় অবান্তিকা ভৌমিক। ওই দুজন কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলে। তবে বড়দোয়ালি স্কুলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন বিপক্ষ দলের বোলাররাও। অতিরিক্ত খাতে মোট ৪৯ রান পায় বড়দোয়ালি স্কুল। এছাড়া দলের পক্ষে শায়ন্তিকা ৫২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ রানে এবং অবান্তিকা ৪৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রানে অপরাজিত থেকে যায়। জবাবে খেলতে নেমে অতিরিক্ত ৫২ রানের কাধে ভর দিয়ে আসাম রাইফেলস স্কুল ১২০ রান করতে সক্ষম হয় ৪ উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ওভারে। দলের পক্ষে ওপেনার ক্রিস্টিনা রেমা ৬৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। বড়দোয়ালি স্কুলের পক্ষে শায়ন্তিকা নম: দাস (২/১১) সফল বোলার।

টি-২০ : মৌচাককে হারিয়ে টানা জয় ব্লাডমাউথের

ব্লাডমাউথ-১২৪ মৌচাক-৯৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। তৃতীয় জয় পেলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে। বুধবার ব্লাডমাউথ ক্লাব ২৬ রানে পরাজিত করলো মৌচাক ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাবের গড়া ১২৪ রানের জবাবে মৌচাক ক্লাব ৯৮ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ব্লাডমাউথ ক্লাব ১৯.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার বাপ্পা দাস ২৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, স্বপন দাস ২১ বল খেলে ১টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, স্বরব সাহানি ১০ বল খেলে ১টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং অরবিন্দ ভর্মা ১৪ বল খেলে ১টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। মৌচাকের পক্ষে করণ দে (৩/৪১), সৌরদীপ দেববর্মা (২/২১) এবং শ্যামল বিশ্বাস (২/৩৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে স্বরব সাহানির (৪/১৮) দুরন্ত বোলিংয়ে ৯৮ রান করতে সক্ষম হয় মৌচাক ক্লাব। দলের পক্ষে ধনবীর সিং ২৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, দেবাংশু দত্ত ১৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ এবং শ্রাবণ গোস্বামী ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন।

রেটিং দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে অনাবিল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। খেতাবের দোড়গোরায় অনাবিল গোস্বামী (১৪০৭)। আগামীকাল শেষ রাউন্ডে পয়েন্ট ভাগ করতে পারলেই প্রথমবর্ষ রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার শিরোপা দখল করে নিতে পারবেন ঊণকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার অনাবিল। ৮ রাউন্ডের শেষে সাড়ে ৭ পয়েন্ট পেয়ে এককভাবে শীর্ষে রয়েছেন অনাবিল। ৭ পয়েন্ট পেয়ে অনাবিলের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছেন প্রসেনজিৎ নম: শুদ্র (১২৫৭)। আগামীকাল শেষ রাউন্ডে মুখোমুখি হবে দুজন। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে বুধবার আসরের সপ্তম এবং অষ্টম রাউন্ডের খেলা হয়। এদিন বিকেলে দেবাংকুর ব্যানার্জির (১৫০৩) সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করেন অনাবিল। সাড়ে ৬ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন দেবাংকুর এবং বাপী দেববর্মা। ৬ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন অসমের নালিনক্ষা কাশ্বপ (১৩৭২), অভিজ্ঞান ঘোষ (১৮০৮), মেহেকদ্বীপ গোপ (১২৪৮) এবং আরাধ্যা দাস (১১৬৪)। আজ সকালে হবে শেষ রাউন্ডের খেলা। আসর পরিচালনা করছেন রাজ্যের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য।

WALK IN INTERVIEW FOR GUEST FACULTY IN MATHEMATICS

A walk in interview will be held in **Women's Polytechnic, Hapania** for engagement of **Guest Lecturer** in the following disciplines as per the below mentioned schedule:

SL. No.	Subject	Vacancy	Time of interview	Date of Interview
2.	Mathematics (under Science & Humanities Dept.)	01	11.00 A.M-1.00 PM	19/04/2023

Essential qualification: 1st class Master Degree in Mathematics from a recognized University/Institution.

Engagement will be made on **merit basis & as per Government rule.**
Interested candidates are requested to appear before the interview board with all necessary testimonials in original and Photocopies of same along with an application in plain paper addressed to the Principal.
Payment of Honorarium and other terms & conditions for the engagement will be as per guidelines/norms of the state Government.
The engagement will be purely on temporary basis & no TA/DA will be provided.

Principal
Women's Polytechnic, Hapania

ICA/D-57/23

অলিম্পিক সংস্থার বৈঠক রবিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা গুলোকে নিয়ে বৈঠক ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার। ১৬ এপ্রিল দুপুর ১২ টায় এম এল প্লাজায় হবে সভা। বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাগুলো কী কী সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে তা নিয়েই হবে আলোচনা। ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার সাধারন সচিব সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন। তিনি ওইদিন যথাসময়ে বিভিন্ন সংস্থার কর্তাদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

পূবে সক্রিয় হও নীতির ফলে রাজ্যে আগামীদিনে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন আসছে : পরিবহণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। পূবে সক্রিয় হও (অ্যাক্ট ইস্ট) নীতির ফলে রাজ্যে আগামীদিনে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন আসছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। পূবে সক্রিয় হও নীতির ফলে রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। এরফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। আজ জিরানীয়ায় ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ট্রেনিং অ্যাণ্ড রিসার্চ (আইডিটিআর)-র উদ্বোধন করে পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। উল্লেখ্য, জিরানীয়ায় এই ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে ব্যয় হয়েছে ১৪ কোটি টাকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম চাকমা। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ ও টাটা মোটর্সের পক্ষে নীরজ শর্মা। উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ কমিশনার সুব্রত চৌধুরী, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, টাটা মোটর্সের শ্যামসুন্দর মুসা।

অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, রাজ্যে পরিবহণ দপ্তর সুনামের সাথে কাজ করছে। পরিবহণ দপ্তরের পরিধি ও কর্মকাণ্ড অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দপ্তর রাজ্য সরকারকে সর্বাধিক রাজস্ব প্রদান করছে। তিনি বলেন, আগরতলা বিমানবন্দর এখন উত্তর পূর্বা'লের অন্যতম ব্যস্ততম একটি বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দর থেকে আগামীদিনে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাও পাওয়া যাবে। সড়ক, আকাশ ও রেলপথে রাজ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আগরতলা-আখাউড়া নতুন রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেলে ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে। এরফলে বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে।

অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এ ধরনের ইনস্টিটিউট চালু করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এই ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য হচ্ছে যানবাহনের চালকদের উন্নত ড্রাইভিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া। তাছাড়াও যানবাহন চালকদের ড্রাইভিংয়ের নিয়মগুলিও এখানে শেখানো হবে। বহির্রাজ্যের কোনও পর্যটক রাজ্যে এলে তাদের সাথে যানবাহন চালকদেরই প্রথম পরিচয় হয়। রাজ্যের পর্যটনের বিকাশে যানবাহন চালকদের একটা ভূমিকা রয়েছে। তাই যানবাহন চালকদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে এই ইনস্টিটিউট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উদ্বোধনের পর পরিবহণমন্ত্রী ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের ফলক উন্মোচন করেন এবং ভবনটি পরিদর্শন করেন।

বিঝু, বুইসু উৎসব ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। বিঝু উৎসব ও বুইসু উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সকল রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উৎসব উদযাপন আমাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যের এক একটি ধারা। প্রাচীন কাল থেকেই চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। আমাদের নিজস্ব রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির পরিচয় বহন করে চলছে এই উৎসবগুলি। উৎসবের মধ্য দিয়ে সকল জনগোষ্ঠীর মানুষ সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির আহ্বান জানান। সকলের এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের ঐক্য ও সংহতির বার্তা রচিত হয়।

আমি সকল রাজ্যবাসীর সুস্থতা, সুখ, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতি কামনা করছি।'

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সকল রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুরাতনকে পাথেয় করে আগামীকে বরণ করার চিরাচরিত রীতি আবহমান কাল ধরেই চলে আসছে। নতুন বছর আমাদের কাছে নতুন প্রত্যাশা নিয়ে আসে। রাজ্যবাসী যে প্রত্যাশা নিয়ে এই সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার সেই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করতে দায়বদ্ধ। সকল অংশের জনগণকে সাথে নিয়ে এক সুন্দর রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে নতুন বছর সকলের জন্য সুস্থতা ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসুক।

নতুন বছরের নতুন যাত্রা সকল রাজ্যবাসীর জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। আনন্দময় হোক সবার জীবন। আমি সকল রাজ্যবাসীর সুস্থতা, সুখ, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতি কামনা করছি।'

পানিসাগরে অনুষ্ঠিত নিপুন ভারত প্রকল্পে প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। উত্তর জেলার পানিসাগর সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় ব্লক প্রজেক্ট কো অর্ডিনেটর পানিসাগর এবং দামছড়া এর যৌথ উদ্দ্যোগে নিপুন ভারতের অঙ্গ হিসেবে নিপুন ত্রিপুরা প্রজেক্টের উপর একদিবসীয় প্রশিক্ষন শিবির।প্রদিপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে শিবিরের শুভ শুচনা করেন পানিসাগর বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক বিনয় ভুষন দাস মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুজিত রুদ্র পাল এবং দামছড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃতি সুন্দর দে সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্ধরা।উক্ত প্রশিক্ষন শিবিরে অংশগ্রহণ করেন পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত সব কটি বিদ্যালয়ের ইউ,জি,টি এবং জি,টি শিক্ষক শিক্ষিকাদের কিছু সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকারা।শিবিরে উপবিষ্ট অথিতিরা একে একে নিপুন ত্রিপুরা প্রজেক্টটির বিস্তারিত তথ্য তোলে ধরেন।প্রজেক্টটির মুল লক্ষ হলো তিন থেকে ছয় বছর বয়সের বালবাটিকা অর্থাৎ প্রাকপ্রাথমিক অঙ্গন ওয়ারি কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের বর্ণ এবং তার ধ্বনি, উচ্ছারন চিহ্নিত করতে পারা।কমপক্ষে দুই তিনটি অক্ষরযুক্ত কিছু সহজ শব্দ পড়তে পাড়া।এছাড়াও গণিত বিষয়ক লক্ষ হলো ১০ পর্যন্ত যে কোন ধরনের সংখ্যা চিনতে ও পড়তে পারা।বিভিন্ন সংখ্যা, বস্ত, আকৃতি,কিছু ঘটনা হত্যাদি পর্যায়ক্রমে সাজাতে সমর্থ হওয়া।ছয় থেকে সাত বছরের অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী পাঠরত ছাএ ছাত্রিদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে চার পাঁচ টি সহজ শব্দ যুক্ত ছোট ছোট বাক্য নিয়ে তৈরি পাঠ্যবস্ত পড়তে সক্ষম হওয়া।পাশাপাশি গণিত বিষয়ক লক্ষ্য হলো ৯৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা পড়তে ও লিখতে পারা।কিছু সহজ যোগ ও বিয়োগের অঙ্ক করতে পারা।সাত থেকে আট বছরের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠরত ছাএ ছাত্রিদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে নতুন পাঠ্যবস্ত থেকে মিনিটে ৪৫ হইতে ৬০ টি শব্দ অর্থ বুঝে পড়তে পারা।পাশাপাশি গণিত বিষয়ক লক্ষ্য হলো ৯৯৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা পড়তে ও লিখতে পারা।৯৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা ব্যাবহার করে বিয়োগের অঙ্ক করতে পারা।আট থেকে নয় বছর অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণিতে পাঠরত ছাএ ছাত্রিদের ক্ষেত্রে নতুন পাঠ্যবস্ত থেকে মিনিটে কমপক্ষে ৬০ টি শব্দ অর্থ বুঝে পড়তে পারা। পাশাপাশি গনিত বিষয়ক লক্ষ্য হলো ৯৯৯৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা পড়তে ও লিখতে পারা।তৎসঙ্গে সহজ গুণের অঙ্ক সমাধান করতে পারা।মুলত এই বিষয়বস্ত গুলোকে সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে শৈশব কাল থেকেই ছাএ ছাত্রিদের মধ্যে পড়াশুনার গুনগত মানকে সুদুর প্রসারী করার লক্ষ্যেই বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের এই প্রয়াস।উক্ত প্রজেক্টটি সমস্ত রাজ্যের সাথে এক যোগে সফল করে তোলার লক্ষ্যে উওর জেলার পানিসাগর মহকুমায় ও এটি জারি থাকবে।এই মর্মে বর্তমান এপ্রিল মাস থেকে আগামী জুন মাস অব্দি তিন মাসের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকাদের পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারের সময় তাঁদের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। দু-দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদ'ঢ় করতে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। সাক্ষাৎকারের সময় বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনার আরিফ মোহম্মদ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বিজেপি : মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। বুধবার ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে প্রয়াত সুনীত চোপড়ার স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলেটব্যরোর সদস্য মানিক সরকার, প্রাক্তন বিধায়কগণ ভানুলাল সাহা, পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা। সকলে সুনীত চোপড়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান। স্মরণ সভায় পুলেটব্যরোর সদস্য মানিক সরকার বক্তব্য রেখে সুনীত চোপড়ার জীবনী তুলে ধরে। দলের আদর্শ মেনে তাঁর কাজকর্ম বিষয়ে কর্মীদের অবগত করেন।আগামী দিন তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানান তিনি। এদিন তিনি বর্তমান সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, গত পাঁচ বছরে ত্রিপুরায় বিরোধীদল সিপিআইএমকে শাসক দল কাজই করতে দিচ্ছে না। ভোটে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারছে না। জোর করে মনোনয়নপত্র তুলে নিচ্ছে। যার কারণে তাদের ভোটের সংখ্যা দিন দিন কমছে। এভাবে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বিজেপি বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন পুলেটব্যরোর সদস্য মানিক সরকার।

নারাউড়াস্থিত প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে দুই দিনব্যাপী মহামহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। প্রেমাবতারী পতিতপাবন শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ১৫৩ তম শুভ আবির্ভাব তিথি (সীতানবমী) আগামী ২৮-২৯ এপ্রিল ২০২৩ ইং (১৪-১৫ বৈশাখ ১৪৩০ বাং) নারাউড়াস্থিত প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে দুই দিনব্যাপী মহামহোৎসবের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হবে। অনুষ্ঠানের আয়োজক নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ , বিশালগড় শাখা। ২৮ শে এপ্রিল ২০২৩ ইং , শুক্রবার , বিকাল ৩.৩০ মিনিটে প্রবীণ দুঃস্থ নর - নারীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সুশান্ত দেব (বিধায়ক , ত্রিপুরার বিধানসভা)। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন অঞ্জন পুরকায়স্থ , (চেয়ারম্যান , বিশালগড় পুর পরিষদ)। তাছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডা . সঞ্জয় নাথ , (সভাপতি , নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ , আগরতলা) এবং সুদীপ কুমার রায় , (সম্পাদক , নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ , আগরতলা)। সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে শ্রীশ্রী বন্ধুলীলা তরঙ্গীনি পাঠ ও প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের দিব্য জীবন নিয়ে আলোচনা করবেন মিঠুন রায় , (বিশিষ্ট শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক)। ২৯ শে এপ্রিল ২০২৩ ইং , শনিবার , মঙ্গলারতি , টহল কীর্তন , অভিষেক পর্ব , বাল্যভোগ , শ্রীশ্রী চন্দ্রপাত ও শ্রীশ্রী হরিকথা পাঠ। মহানাম কীর্তণ , মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যারতি অন্তে উৎসবের সমাপ্তি। দুদিন ব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠান সাফল্য মন্ডিত করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন নিখিল ত্রিপরা মহানাম সেবক সংঘ , বিশালগড় শাখার সম্পাদক মিঠুন রায়।

রাজ্যে শূকর আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। রাজ্যের শূকর পালনকারীদের স্বার্থে শূকরের রোগ প্রতিরোধে ত্রিপুরা সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর সাময়িকভাবে বাইরে থেকে রাজ্যে শূকর আমদানির উপর নিষেধা'া ও কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছে। আমদানির উপর এই নিষেধা'া যখন উঠবে তখনও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া রাজ্যের বাইরে থেকে রাজ্যের ভিতরে কোনও জীবিত বা মৃত শূকর বহন করা যাবে না। একমাত্র প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের নিয়ম মেনেই রেল বা সড়ক পথে শূকর আমদানি করা যাবে। এক্ষেত্রে কমপক্ষে রাজ্যের প্রবেশদ্বারে পৌঁছানোর ৪৮ ঘন্টা আগে দপ্তরের অধিকর্তাকে তা জানাতে হবে। তাছাড়া শুধুমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যেই শূকর আমদানি করা যাবে, মাংস বিক্রির উদ্দেশ্যে নয়। এক্ষেত্রে বেআইনি কার্যকলাপ নজরে আসলে এরকম কনসাইনমেন্ট সরানোর একমাত্র দায়িত্ব থাকবে কনসাইনমেন্ট মালিকের। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে এক বি'প্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। পরবর্তী কোনও আদেশ / বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়া পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে।

দক্ষিণ জয়নগরে গুলিকান্ডের চব্বিশ ঘন্টায়ও গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। দক্ষিণ জয়নগর গুলিকান্ডে আহত ২ জন। বর্তমানে আহতরা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় দক্ষিণ জয়নগর এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। ঘটনাস্থলে এসডিপিও ও বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। অভিযুক্ত দীপরাজ সূত্রধর পলাতক। মঙ্গলবার সন্ধ্যা রাতে দক্ষিণ জয়নগরের এই ঘটনায় এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ঠিকাদারের ভাগ বাটোয়ারা সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে হাতাহাতি হয়। তারপর দীপরাজ সূত্রধর বাড়ি থেকে পিস্তল এনে গুলি করতে শুরু করে। সাথে সাথে অপর গোষ্ঠীর কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। তাদেরকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বটতলা ফাড়ির পুলিশ ও এডি নগর এস ডি পি ও সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে তদন্তে নেমে পড়ে। কিন্তু ততক্ষণে দীপরাজ গা ঢাকা দেয়। সংবাদ মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তরে অভিযুক্ত দীপরাজের মা বলেন প্রতিনিয়ত পিস্তল নিয়ে ঘরে থাকেন দীপরাজ।

যুব কংগ্রেসের ইয়ং ইন্ডিয়া কি বোল সেশন থ্রি শুরু রাজ্যেও। বুধবার পোস্টার প্রকাশ হল প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে। ছবি নিজস্ব।

কুমারঘাট ব্লক নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কারে ভূষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। কুমারঘাট ব্লক জনজাতি এলাকায় উন্নয়ন কাজের নিরিখে দেশের মধ্যে ত'তীয় স্থান অর্জন করেছে। ভারত সরকারের প'ায়েতীরাজ মন্ত্রক থেকে জাতীয় প'ায়েত দিবস উদযাপন উপলক্ষে নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম প'ায়েত সতত বিকাশ পুরস্কারে কুমারঘাট বিএসি ত'তীয় স্থানে উঠে আসে। আনলাইনে ৯টি থিমের উপর ১১৪টি প্রশের ভিত্তিতে কুমারঘাট ব্লক ত'তীয় স্থান অর্জন করেছে। নয়টি থিমের বিষয় ছিলো পোভার্টি ফ্রি অ্যাণ্ড এনহেন্সড লাইভলিহুড প'ায়েত, হেলদি প'ায়েত, চাইল্ড ফ্রেণ্ডলি প'ায়েত, ওয়াটার সাফিসিয়েন্ট প'ায়েত, ক্লিন অ্যাণ্ড গ্রিন প'ায়েত, সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন প'ায়েত, সোশালি সিকিউর্ড প'ায়েত, প'ায়েত উইথ গুড গভর্নেন্স ও উইমেন ফ্রেণ্ডলি প'ায়েত। এই সাফল্যের জন্য কুমারঘাট ব্লককে দেড় কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। আগামী ১৭ এপ্রিল দিল্লির বি'ান ভবনে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। দিল্লির বি'ান ভবনে পুরস্কার গ্রহণ করবেন কুমারঘাট বিএসির চেয়ারম্যান তপনজয় রিয়াং ও বিডিও ড. সুদীপ ভৌমিক। কুমারঘাট ব্লকের ভারপ্রাপ্ত বিডিও পার্থ সাহা আজ এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, এই পুরস্কার রাজ্যের জন্য গর্বের। পুরস্কারের অর্থরাশি কুমারঘাট ব্লকের নয়টি ভিলেজ এলাকায় জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগ রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মোহনপুরের স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এদিনের রক্তদান শিবিরে রাজ্যের সব কটি মহকুমা এলাকায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করার ঘোষণা দিলেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম সাহা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ ও অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মোহনপুর মহকুমা এলাকায় কর্মরত এবং অন্যান্যরা এই রক্তদান শিবিরে অংশ নেয় এদিন। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ এদিনের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বলেন রক্তদান শিবির একসাথে ব্যাপক সংখ্যক করলে হবে না। রাজ্যের মানুষের রক্তের চাহিদা নিরিখে প্রতিটি এলাকায় একের পর এক রক্তদান শিবির করতে হবে। যার মধ্য দিয়ে রক্তের অপচয় হবে না এবং মানুষ সঠিক পরিষেবা পাবে। রক্তদান শিবিরে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সদস্যদের পাশাপাশি মোহনপুর মন্ডল ওবিসি মোর্চার সদস্য সদস্য, সিআরপিএফ এবং অন্যান্যরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।এদিনে রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাবুটিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণ ধনদাস, সিমনা কেন্দ্রের বিধায়ক বৃষিকেতু দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমা শাসক সুব্রত ভট্টাচার্যী এবং অন্যান্যরা।

টিআইডিসির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন নাবদল বনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন নবাদল বনিক। বর্তমান মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিনি শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তারপর থেকে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য ছিল। কয়েকদিন পূর্বে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান হিসাবে নবাদল বনিককে নিযুক্তি দেওয়া হয়।ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্তি পাওয়ার পর বুধবার শিল্প নিগম ভবনে গিয়ে নিগমের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের কর্মীরা নবাদল বনিককে স্বাগত জানান। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের মেনেজিং ডাইরেক্টর বিশ্বশ্রী বিও নিগমের নয়া চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানান। শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর নবাদল বনিক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওনাকে এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। তিনি আরও বলেন সকলকে সাথে নিয়ে ত্রিপুরায় শিল্পের উন্নয়ন করার চেষ্টা করবেন।

যুব কংগ্রেসের ইয়ং ইন্ডিয়া কি বোল সেশন থ্রি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ইয়ং ইন্ডিয়া কি বোল সেশন থ্রি শুরু হয়েছে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে সারা দেশে। ত্রিপুরায়ও হবে এই কর্মসূচী। বুধবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান ইয়ং ইন্ডিয়া ত্রিপুরার ইনচার্জ মমতাজ বেগম।তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও প্রথমে জেলা স্তরে যুবদের মধ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হবে। সেখানে বিজয়ীদের রাজ্য স্তরের আসরে নিয়ে যাওয়া হবে। রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা দিল্লিতে জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হবেন। গণতন্ত্রকে শক্তিশালি করার বিষয় নিয়েই হবে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।ইতি মধ্যে অনলাইনে আবেদবন পত্র জমার কাজ শুরু হয়ে গেছে।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন।

বন্য হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত অটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। হাতির আক্রমণে আহত এক অটো চালক। ঘটনা সোমবার রাতে কৃষ্ণপুর মালাকার বস্তি এলাকায়। গৌতম কুমার শীল নামে মাইগঙ্গা এলাকার এক অটোচালক রাতে অটো নিয়ে উত্তর মহারানীপুর এলাকা থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিল। কৃষ্ণপুর মালাকার বস্তি এলাকায় আসতেই আচমকা বন্য হাতি আক্রমণ চালায়। বন্য হাতির আক্রমণ থেকে প্রাণে বাঁচতে তড়িঘড়ি উল্টো দিকে ঘুরিয়ে অটো নিয়ে আসতে গিয়ে অটো উল্টে যায়। এতে আহত হয় অটো গাড়ির চালক গৌতম কুমার শীল।

ইডির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন আপ সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল(হি.স.) : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) বিরুদ্ধে বুধবার গুরুতর অভিযোগ করেছেন আম আদমি পার্টির(আপ) সাংসদ সঞ্জয় সিং। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, তদন্তের নামে ইডি হেফাজতে বয়ান নিতে লোকজনকে মারধর করে। তিনি অভিযোগ করেন, চন্দন রেড্ডির বক্তব্যের জন্য ইডি তাকে এমনভাবে মারধর করেছে যে তার কানের পর্দা ছিঁড়ে গেছে।

অভিযোগ করার সময়, সিং প্রমাণ হিসাবে হাইকোর্টে চন্দন রেড্ডির আবেদনের উল্লেখ করেছেন। এই আবেদনে তিনি বলেছিলেন, ইডি হুমকি দিয়েছে যে আপনি যদি সেই অনুসারে বিবৃতি না দেন তবে আপনার পরিবারকে খারাপ পরিণতি ভোগ করতে হবে।

তিনি আরও বলেছেন, মেডিক্যাল রিপোর্ট এবং আদালতে সাক্ষীকে ফাঁস করার কাজ করেছে ইডি। শুধু চন্দন রেড্ডিই ইডি হাতে নির্যাতনের শিকার হননি, অরুণ পিল্লাইয়ের স্ত্রী ও মেয়েকেও ভয় দেখানো হয়েছিল। সমীর মহেন্দ্রুর কাছ থেকে জোরপূর্বক জবানবন্দি লিখে আদালতে দিতে হয়। ইডি অফিসে তাদের মারধর করার পরে জোর করে বিবৃতি লিখিয়ে নেয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।